# প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

## কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট)

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৬

# প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

## কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট)


**সমীক্ষক**

ড. এ কে এম খুরশিদ আলম
টিম লিডার

ড. এম খুরশিদ আলম
পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ

ড. বরকত উল্লাহ
পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

ড. এম আমির হোসেন
পরিসংখ্যানবিদ

**আইএমইডির কর্মকর্তাবৃন্দ**

খন্দকার আহসান হোসেন
মহাপরিচালক

আল মামুন
পরিচালক

মোহাম্মাদ হামিদুর রহমান
মূল্যায়ন কর্মকর্তা

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


জুন ২০১৬


সমীক্ষক

**বিআইএসআর কনসালটেন্টস্ লিমিটেড**

হাসিনা ডি প্যালেস, বাড়ি # ৬/১৪, ব্লক # এ
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮-০২-৮১০০৬৫৮, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১০০৬৩৬
মোবাইল নং: ০১৭১১-০৭১০৫৩
ই-মেইল: bisr@agnionline.com ওয়েবসাইট: www.bisrbd.com

# Abbreviations

| | | |
|---|---|---|
| BCMCL | : | Barapukuria Coal Mining Company Ltd. |
| BOGMC | : | Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation |
| CSR | : | Corporate Social Responsibility |
| DPP | : | Development Project Proposal |
| EA | : | Enumeration Area |
| EMRD | : | Energy and Mineral Resources Division |
| FGD | : | Focus Group Discussion |
| HHs | : | Households |
| IMED | : | Implementation Monitoring and Evaluation Department |
| KII | : | Key Informant Interview |
| LQAS | : | Lot Quality Assurance System |
| MT | : | Metric Ton |
| NGO | : | Non-Governmental Organization |
| PCR | : | Project Completion Report |
| PDS | : | Project Data Sheet |
| QCO | : | Quality Control Officer |
| RAP | : | Resettlement Action Plan |
| RFP | : | Request for Proposal |
| SPSS | : | Statistical Package for Social Science |
| TCF | : | Trillion Cubic Feet |

# সূচিপত্র


| | | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|---|
| **নির্বাহী সারসংক্ষেপ** | | | i-iii |
| **প্রথম অধ্যায়:** | **প্রকল্পের বিবরণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য** | | **১-৪** |
| | ১.১ | প্রকল্পের পটভূমি | ১ |
| | ১.২ | প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | ১ |
| | ১.৩ | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | ২ |
| | ১.৪ | প্রকল্পের অঙ্গসমূহ (ডিপিপি অনুযায়ী) | ২ |
| | ১.৫ | সমীক্ষার উদ্দেশ্য | ৪ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়:** | **মূল্যায়ন পদ্ধতি** | | **৫-৯** |
| | ২.১ | সমীক্ষায় ব্যবহৃত নির্দেশকসমূহ | ৫ |
| | ২.২ | নমুনার আকার নির্ধারণ | ৫ |
| | ২.৩ | স্টাডি ডিজাইন | ৫ |
| | ২.৪ | নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি | ৬ |
| | ২.৫ | তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ | ৮ |
| | ২.৬ | তথ্য সংগ্রহ, মান নিয়ন্ত্রণ ও মাঠ কার্যক্রম তদারকি | ৮ |
| | ২.৭ | ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) | ৮ |
| | ২.৮ | কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) | ৯ |
| | ২.৯ | কেস স্টাডি (Case Study) | ৯ |
| | ২.১০. | উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন | ৯ |
| | ২.১০.১ | উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ | ৯ |
| | ২.১০.২ | উপাত্ত বিশ্লেষণ | ৯ |
| | ২.১০.৩ | প্রতিবেদন প্রণয়ন | ৯ |
| **তৃতীয় অধ্যায়:** | **অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিধি-বিধান যাচাই** | | **১০-১১** |
| | | অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিধি-বিধান যাচাই | ১০ |
| **চতুর্থ অধ্যায়:** | **প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যাচাই** | | **১২-১৩** |
| | | প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যাচাই | ১২ |
| **পঞ্চম অধ্যায়:** | **বড়পুকুরিয়া প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর প্রভাব** | | **১৪-২০** |
| | ৫.১ | ফলমূলের ফলন, পুকুরে মাছের পরিমাণ, শস্যের ফলন ও গাছপালার ক্ষতি সম্পর্কিত পরিবর্তন | ১৪ |
| | ৫.২ | শস্যবিন্যাসে/সময়ে পরিবর্তন | ১৫ |
| | ৫.৩ | শস্যের ক্ষতি ও এর কারণ | ১৫ |
| | ৫.৪ | মাছ চাষে পরিবর্তন | ১৬ |
| | ৫.৫ | গবাদিপশু এবং খামার ব্যবস্থাপনা বা উৎপাদনের ক্ষতি | ১৭ |
| | ৫.৬ | ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তন | ১৮ |
| | ৫.৭ | পাখির আবাস/সংখ্যায় প্রভাব ও এর কারণ | ১৯ |
| | ৫.৮ | বন্য পশুর আবাস/সংখ্যায় প্রভাব ও এর কারণ | ১৯ |
| **ষষ্ঠ অধ্যায়:** | **প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত ভূমিমালিকদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন** | | **২১-২৪** |
| | ৬.১ | উত্তরদাতাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা | ২১ |
| | ৬.২ | অধিগ্রহণের পর পেশাগত অবস্থার পরিবর্তন | ২২ |
| | ৬.৩ | খানার উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা | ২৩ |
| | ৬.৪ | খানার মাসিক আয় ও ব্যয় | ২৩ |
| | ৬.৫ | শিক্ষাগত অবস্থা | ২৪ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **সপ্তম অধ্যায়:** | **ভূমিহীন দরিদ্র ও অসহায় কৃষকদের পুনর্বাসন ব্যবস্থায় প্রকল্পের ভূমিকা** | | **২৫-২৮** |
| | ৭.১ | কোম্পানি থেকে সহয়তার ধরন: | ২৫ |
| | ৭.২ | জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি | ২৫ |
| | ৭.২.১ | জমি অধিগ্রহণ | ২৫ |
| | ৭.২.২ | জমি, ঘরবাড়ি এবং গাছপালার ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি | ২৬ |
| | ৭.৩ | অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত জমির মূল্যের সম্পর্ক | ২৭ |
| | ৭.৪ | অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত ঘরবাড়ির মূল্যের সম্পর্ক | ২৭ |
| | ৭.৫ | অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত গাছের মূল্যের সম্পর্ক | ২৭ |
| | ৭.৬ | ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত টাকা ও এর ব্যবহার | ২৮ |
| **অষ্টম অধ্যায়:** | **প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ** | | **২৯** |
| | | প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ | ২৯ |
| **নবম অধ্যায়:** | **ক্ষতিগ্রস্তদের স্ব-উদ্যোগে পূনর্বাসন ও আত্মকর্মসংস্থানে প্রকল্পের ভূমিকা** | | **৩০-৩১** |
| | ৯.১ | অধিগ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে আলোচনা | ৩০ |
| | ৯.২ | ক্ষতিগ্রস্তদের অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা | ৩১ |
| | ৯.৩ | ক্ষতিগ্রস্তদের আত্মকর্মসংস্থানে প্রকল্পের ভূমিকা | ৩১ |
| **দশম অধ্যায়:** | **মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ** | | **৩২-৩৩** |
| **একাদশ অধ্যায়:** | **প্রকল্পটির সবল এবং দুর্বল দিক বিশ্লেষণ** | | **৩৪** |
| **দ্বাদশ অধ্যায় :** | **সুপারিশ ও উপসংহার** | | **৩৫-৩৬** |
| | ১২.১ | সুপারিশ | ৩৫ |
| | ১২.২ | উপসংহার | ৩৫ |


টেবিলসমূহ


| | | |
|---|---|---|
| সারণী ১.১ | অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের বিবরণী | ৩ |
| সারণী ২.১ | স্টোকহোল্ডারের ধরণ অনুযায়ী নমুনার বিতরণ | ৬ |
| সারণী ২.২ | সমীক্ষার জন্য প্রকল্প ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার গ্রামভিত্তিক নমুনা | ৭ |
| সারণী ৪.১ | ব্যায়ের সংরক্ষিত বিতরণ | ১২ |
| সারণী ৫.১ (ক) | প্রকল্প/ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত/পুনর্বাসিত এলাকার উত্তরদাতাদের তথ্যমতে, খনি এলাকায় ফলমূলের ফলন, পুকুরে মাছের পরিমাণ, শস্যের ফলন ও গাছপালার ক্ষতি সম্পর্কিত মতামত | ১৪ |
| সারণী ৫.১ (খ) | নিয়ন্ত্রণ এলাকার উত্তরদাতাদের তথ্যমতে, খনি এলাকায় ফলমূলের ফলন, পুকুরে মাছের পরিমাণ, শস্যের ফলন ও গাছপালার ক্ষতি সম্পর্কিত মতামত | ১৪ |
| সারণী ৫.২ | শস্যবিন্যাসে/সময়ে পরিবর্তন ও এর ধরন সম্পর্কিত মতামত | ১৫ |
| সারণী ৫.৩ | শস্যের ক্ষতি সম্পর্কিত মতামত | ১৬ |
| সারণী ৫.৪: | মাছ চাষে পরিবর্তন সম্পর্কিত মতামত | ১৭ |
| সারণী ৫.৫: | গবাদিপশু এবং খামার ব্যবস্থাপনা বা উৎপাদনের ক্ষতি | ১৭ |
| সারণী ৫.৬: | ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তন ও এর কারণ সম্পর্কিত মতামত | ১৮ |
| সারণী ৫.৭: | পাখির আবাস/সংখ্যায় প্রভাব ও এর কারণ সম্পর্কিত মতামত | ১৯ |
| সারণী ৫.৮: | বন্য পশুর আবাস/সংখ্যায় প্রভাব ও এর কারণ সম্পর্কিত মতামত | ১৯ |
| সারণী ৬.১: | অধিগ্রহণের পর বর্তমান পেশা | ২২ |
| সারণী ৬.২: | খানার উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা | ২৩ |
| সারণী ৬.৩ | উত্তরদাতার খানার মাসিক আয়-ব্যয় | ২৪ |

| | | |
|---|---|---|
| সারণী ৭.১: | কোম্পানি থেকে সহায়তার ধরন | ২৫ |
| সারণী ৭.২ | বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি প্রকল্পের দ্বারা অধিগ্রহণকৃত সম্পদ | ২৬ |
| সারণী ৭.৩ | জমি, ঘরবাড়ি এবং গাছপালার সঠিক মূল্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত মতামত | ২৬ |
| সারণী ৭.৪ | অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত জমির মূল্যের সম্পক | ২৭ |
| সারণী ৭.৫ | অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত ঘরবাড়ির মূল্যের সম্পর্ক | ২৭ |
| সারণী ৭.৬ | অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত গাছের মূল্যের সম্পর্ক | ২৭ |
| সারণী ৭.৬ | ক্ষতিপূরণের টাকা ব্যয়ের খাত | ২৮ |
| সারণী ৯.১ (ক): | অধিগ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে আলোচনা সম্পর্কিত মতামত | ৩০ |
| সারণী ৯.১ (খ): | অধিগ্রহণের পূর্বে আলোচনার বিষয়সমূহ | ৩০ |
| সারণী ৯.২: | অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারনা সম্পর্কিত মতামত | ৩১ |
| সারণী ৯.৩: | ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কর্মসংস্থান সম্পর্কিত মতামত৫৫ | ৩১ |


লেখচিত্রসমূহ


| | | |
|---|---|---|
| লেখচিত্র ২.১: | প্রকল্প এলাকা ও নিয়ন্ত্রণ এলাকা | ৭ |
| লেখচিত্র **৫.১:** | হ্যাঁ মতামতের ভিত্তিতে শস্যের ক্ষতির কারণ | ১৬ |
| লেখচিত্র **৫.২:** | হ্যাঁ মতামতের ভিত্তিতে মাছ চাষে পরিবর্তনের কারণ | ১৭ |
| লেখচিত্র ৫.৩: | গবাদিপশু এবং খামার ব্যবস্থাপনা বা উৎপাদনের ক্ষতির কারণ | ১৮ |
| লেখচিত্র **৫.৪:** | বন্য পশুর সংখ্যায় প্রভাবের কারণ | ২০ |
| লেখচিত্র ৬.১: | প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা | ২১ |
| লেখচিত্র ৬.২: | প্রকল্প ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার মাসিক গড় আয় ও ব্যয়ের তুলনা | ২৪ |
| লেখচিত্র ৬.৩: | প্রকল্প ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার খানাসমূহের শিক্ষাগত অবস্থা | ২৪ |


পরিশিষ্টসমূহ


| | |
|---|---|
| সমীক্ষার প্রশ্নমালা | **৩৭-৪৭** |
| দলীয় আলোচনা (এফজিডি)-এর গাইডলাইন | **৪৮-৫৫** |
| KII (কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ)-এর চেকলিস্ট | **৫৬-৬১** |
| কেস স্টাডি-এর গাইডলাইন | **৬২** |

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র ভূগর্ভস্থ খনি, যা ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন বার্ষিক ক্ষমতা নিয়ে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উৎপাদন শুরু করে। সমগ্র কয়লাক্ষেত্রটির অবস্থান হচ্ছে রংপুর বিভাগের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় যা একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার কৃষিজমি। খনি এলাকার ঘরবাড়ি, ভৌত অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, গাছপালার ক্ষতি হবে বিধায় কয়লা উত্তোলন করার জন্য বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এই অধিগ্রহণের জন্য কোনো পুনর্বাসন নীতি না থাকায় সেই এলাকায় জমির মূল্য ছাড়াও বিশেষ স্থানান্তর বা স্ব-পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তা প্রদান করেছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের কোনো প্রকার ক্ষতি না করে প্রতিবছর ১.০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণ। সমীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে-অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণসংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করা।

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত (qualitative) ও পরিমাণগত (quantitative) উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণগত পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকায় মোট ৩০০টি এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকায় মোট ২০০টি নমুনার সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। গুণগত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্প ও নিয়ন্ত্রণ এলাকায় প্রয়োজনীয় FGD, KII ও Case Study করা হয়েছে। সমীক্ষার জন্য প্রকল্প এলাকার খানাগুলো Random Sampling পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রকল্পের অধীন মোট ৫৬৯.৯৭ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণ; ৫২.৩১ একর বসতবাড়ির জমি অধিগ্রহণ; ২,০০০ বিভিন্ন কাঠামোর অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ; অধিগ্রহণের কারণে আনুমানিক ১৭০,০০০ গাছপালার ক্ষতিপূরণ; অধিগ্রহণের জন্য জমির ফসলের ক্ষতিপূরণ; এবং ২৭৬ টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের স্থানান্তরের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়। মোট ২৮৫ জন ভুমিহীনকে নগদ ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। তবে মোট ১৯.৬৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি, কারণ প্রকল্পের সীমানা অনুযায়ী তার দরকার হয়নি। এ ছাড়া কোনো বাণিজ্যিক জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি, কারণ অধিগ্রহণকৃত এলাকাটি মূলত গ্রাম এলাকা।

প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে তাঁদের প্রায় ৩-৪ গুণ বেশি পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরপর প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এর জন্য একটি ডিপিপি তৈরি করে তার অনুমোদন নেয় এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেহেতু ডিপিপিতে উল্লেখ ছিল যে, এটি ডিসি অফিসের মাধ্যমে সরাসরি বাস্তবায়ন করা হবে, কোনো প্রকারের ক্রয় বা সেবাক্রয়ের এখানে কোনো সুযোগ থাকবে না, তাই এটি সরকারের ভুমি অধিগ্রহণ আইন ১৯৮২ এবং পরবর্তী সংশোধনী অনুসরণ করে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। ভুমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জমি বা অন্যান্য সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণে বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান দেয়া হয়েছে। সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির হাতে হাতে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী স্থানীয় সংসদ সদস্যের মাধ্যমে ক্ষতিপুরণের চেক প্রকাশ্যভাবে হস্তান্তর করা হয়। এ চেক পেতে ক্ষতিগ্রস্তদের কেউ কাউকে কোনো আর্থিক সুবিধা বা প্রণোদনা দিতে হয়নি বলে ক্ষতিগ্রস্তরা মাঠ পর্যায়ে উল্লেখ করেন। এ অধিগ্রহণের বিপক্ষে কোনো মামলা হয়নি। মামলা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জমির মালিকানা নিয়ে।

প্রকল্পের কোনো অব্যয়িত অর্থ নেই। তবে কিছু জমির মূল্য পরিশোধ হয়নি কারণ সেগুলোর মালিকানা নিয়ে মামলা আছে, কিছু খাসজমি হিসেবে চিহ্নিত আছে, কিছু মালিকানার মামলা আছে যার পরিমাণ ৫৮.৮২১৯ একর। এগুলো ধীরে ধীরে সমাধান হচ্ছে এবং তার অর্থও পরিশোধ করা হচ্ছে। প্রথমে এই টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০ কোটি, বর্তমানে তা প্রায় ১৪ কোটির মতো।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯০৫৩.২০ লক্ষ টাকা ধরা হলেও প্রকৃত ব্যয় হয় ১৭৪১৪.৪৮ লক্ষ টাকা, যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯১.৪০% মাত্র। প্রকল্পের আওতায় ৬৪৬ একর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মোট ৬২৬.৩৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মোট জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯.৬৪ একর কম অধিগ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কৃষিজমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ৪৮৬ একর থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৫৬৯.৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং তার জন্য ১১৭.১৭% অতিরিক্ত ব্যয় হয়, কারণ যে সমস্ত জমি বাড়ি হিসেবে মাঠপর্যায়ে দেখা গেছে, তার বেশ কিছু জমি খতিয়ানে জমির শ্রেণিবিভাগে কৃষিজমি হিসেবে রয়ে গেছে। ফলে তা কৃষিজমি হিসেবে অধিগ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, ঘরবাড়ির জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ১৬০ একর থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৫২.৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়, ফলে সেক্ষেত্রে ৬৭.৩১% কম অধিগ্রহণ করা হয়, কারণ তা কৃষিজমি হিসেবে অধিগ্রহণের আওতায় পড়েছিল। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় কোনো বাণিজ্যিক জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি।

ভূমিহীনদের জন্য অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে ৩১৮ জনের মধ্যে ২৯৫ জনকে তা প্রদান করা হয় (৭.২৩% কম)। ফলে এখানেও ব্যয় কম হয়। অবকাঠামো খাতেও প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে মাত্র ১.৬৯% কম খরচ হয়, কারণ তার প্রকৃত মূল্য কম ছিল। গাছগাছালির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ৭২.৭% কম ব্যয় হয়েছে, কারণ তার প্রকৃত মূল্য কম ছিল। ফসলের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ১৮.৭৭% বেশি ব্যয় হয়েছে, কারণ তার প্রকৃত মূল্য বেশি ছিল। ব্যবসার ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ১৩.৪১% কম ব্যয় হয়েছে, কারণ প্রকৃত ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম ছিল এবং তাঁদের ক্ষতির পরিমাণও কম ছিল। বিবিধ ব্যয় ৫৮.০৩% বেশি হয়, যা মূলত মসজিদ ও কবরস্থানের ক্ষতিপূরণ প্রদানের কারণে ঘটেছে।

কয়লাখনি দ্বারা প্রভাবিত এলাকায় ফসলের উৎপাদন কিছুটা কমেছে, কারণ সেখানে নিবিড় চাষ আগের মতো আর দেখা যাচ্ছে না। প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত এলাকার অবনমিত অংশে প্রায় ২০১ একরের মতো একটি জলাধার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে মাছ চাষ হচ্ছে। এত বড় জলাধার এর আগে সেখানে ছিল না। ফলে সেখানে মাছ উৎপাদন আগের তুলনায় কয়েক গুণ বেড়েছে। প্রকল্প শুরুর সময় সেখানে বছরে মাছ উৎপাদিত হতো মাত্র ৬ টন যেখানে বর্তমানে উৎপাদিত হচ্ছে গড়ে প্রায় ২২০ টন।

বড়পুকুরিয়া প্রকল্পের আওতায় প্রায় মোট ১,৭০,০০০ গাছ অধিগ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে পাখির আবাস আগের চেয়ে কমেছে। তবে ইতিমধ্যে প্রকল্প থেকে বেশ কিছু বনায়ন করার কারণে সেখানে বর্তমানে বনায়ন এলাকায় (সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকায় নয়) পাখির আবাস তৈরি হচ্ছে এবং সচরাচর বিভিন্ন রকমের পাখি দেখা যাচ্ছে।

ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তদের মধ্যে ১৯.৩% বলেছেন, তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় ভালো হয়েছে, যেখানে ২৭% অপরিবর্তিত আছে এবং ৫৩.৭% খানার অবনতি হয়েছে। ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ অর্থ পাওয়ায় সাময়িকভাবে অনেকের অবস্থার পরিবর্তন হলেও কিছুদিন পর আর্থিক অবস্থা আবার একই রকম হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, জমি অধিগ্রহণের ফলে এলাকায় বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কাজের সুযোগ কমে গিয়েছে। এমনকি গবাদিপশু লালন-পালন করতে না পারায় কিছু কিছু পরিবারের আয় আগের তুলনায় কমে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে কম আয়ের (৫০০০ টাকার নিচে) মাত্র ১৫.৮% খানার অবস্থার উন্নতি হয়েছে, বাকিদের মধ্যে উন্নতির কথা উল্লেখ করেছেন খুব কম সংখ্যক।

এলাকার জনপ্রতিনিধিদের প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সময়ে জড়িত করা হয়, যেমন, ভূমিহীন নির্ধারণে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক ক্ষতিপূরণের চেক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে প্রদান করা হয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করেন এবং এখনো ক্ষতিগ্রস্তদের কিছু কিছু সমস্যার সমাধানে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন।

সকল উত্তরদাতাই বলেছেন, কয়লাখনির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সব জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় এবং স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসিত হয়েছেন। সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আত্মকর্মসংস্থানে সরাসরি প্রকল্পটি সামান্য ভূমিকা রাখলেও বাজারমূল্যের চেয়ে প্রায় ২-৩ গুণ বেশি অর্থ ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদান করা হয়েছিল, যা দিয়ে তাঁরা কোনো না কোনো আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

[রর]

এ প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের বিপক্ষে কোনো মামলা হয়নি। প্রকল্প এলাকায় অবনমিত অংশে প্রায় ২০১ একরের মতো একটি জলাধার সৃষ্টি হয়েছে যেখানে মাছ চাষ হচ্ছে। ফলে সেখানে মাছ উৎপাদন আগের তুলনায় কয়েকগুণ বেড়েছে। প্রকল্প থেকে বেশ কিছু বনায়ন করার কারণে সেখানে বর্তমানে বনায়ন এলাকায় (সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকায় নয়) পাখির আবাস তৈরী হচ্ছে এবং সচরাচর বিভিন্ন রকমের পাখি দেখা যাচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিপুরণ ও পূনর্বাসন কার্যকরভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেমন, ডিপিপির খাতওয়ারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হলেও তার কোনো অনুমোদন নেয়া হয়নি; কিছু জমির মূল্য পরিশোধ হয়নি, কারণ সেগুলো নিয়ে মামলা আছে, কিছু খাসজমি হিসেবে চিহ্নিত আছে যার পরিমাণ ৫৮.৮২১৯ একর। জমির মালিকানার সমস্যা  ধীরে ধীরে সমাধান হচ্ছে এবং তার অর্থও পরিশোধ করা হচ্ছে। কয়লা উত্তোলনের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় ফলমূলের ফলন, পুকুরে মাছের পরিমাণ, শস্যের ফলন ও গাছপালার ক্ষতি সাধন হয়েছে। এ প্রকল্পের পরিবেশগত কোনো সমীক্ষা করা হয়নি এবং কোনো ছাড়পত্রও নেয়া হয়নি। অধিকাংশ খানার কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হয়নি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পেশাগত পুনর্বাসনের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।

ভবিষ্যত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে প্রকল্পের শুরুতেই উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ক্ষতিগ্রস্তদের আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো হলে বাস্তবায়ন অনেক সহজ হবে। প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সরকারি অধিদপ্তর বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ প্রকল্পের ন্যায় মাঠে গিয়ে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে প্রকল্পের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ও কবরস্থানসমূহ পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ক্ষতিগ্রস্তদের কর্মসংস্থানের এবং জীবিকার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা যাতে তাঁরা পূর্বের অবস্থার চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। ক্ষতিগ্রস্তদের আয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা রাখা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পেশাভিত্তিক পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং প্রকল্পের এক্রিট পরিকল্পনা রাখা যা বেশি কার্যকর হবে। এক্রিট পরিকল্পনার আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদেরকে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানোর পরিকল্পনা করা।

কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি অনুযায়ী অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণসংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণ করা হয়েছে।  ক্ষতিগ্রস্তদের স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসিত হবার জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিগ্রহণ কার্যক্রমটি সমাপ্ত হয়েছে এবং তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

# প্রথম অধ্যায়
# প্রকল্পের বিবরণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য

## ১.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিকল্প উৎস হিসেবে জ্বালানির চাহিদা পূরণের জন্য কয়লা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে দেশে ৫টি কয়লাখনি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে সর্বমোট প্রায় ৩,৩০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন রিজার্ভ কয়লা রয়েছে, যা ৭৭ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট প্রাকৃতিক গ্যাসের সমান। বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র ভূগর্ভস্থ খনি, যা ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন বার্ষিক ক্ষমতা নিয়ে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উৎপাদন শুরু করে। সমগ্র কয়লাক্ষেত্রটির অবস্থান হচ্ছে রংপুর বিভাগের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায়, যা একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার কৃষিজমি। খনি এলাকার ঘরবাড়ি, ভৌত অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, গাছপালার ক্ষতি হবে বিধায় কয়লা উত্তোলন করার জন্য বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এই অধিগ্রহণের জন্য কোনো পুনর্বাসন নীতি না থাকায় সেই এলাকায় জমির মূল্য ছাড়াও বিশেষ স্থানান্তর বা স্ব-পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং প্রদান করেছে[১]।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইন কোম্পানি লিঃ (বিসিএমসিএল) ৩৬ মিটার পুরু কয়লার ৬নং স্তর থেকে ৮ স্লাইস কয়লা আহরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রতিটি স্লাইসের আনুমানিক উচ্চতা ৩ মিটার। ভূগর্ভে কয়লা উত্তোলনের কারণে ভূমিধসের সম্ভাবনা থাকে, যা এলাকায় ঘটেছে। ধ্বসের নিয়ম অনুযায়ী (thumb rule) খননের উচ্চতার প্রায় ৬০%-৭০% সময়ের সাথে দেবে (subsided) যাবে। একারণে খনি এলাকার ঘরবাড়ি, ভৌত অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, গাছপালার ক্ষতি হবে, যা পরিণামে সুবিশাল জলাশয় বা লেকে পরিণত হবে। কাজেই কয়লা উত্তোলন করার জন্য বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন এবং সেই সাথে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য খনি এলাকার বাইরে একটি পুনর্বাসন এলাকা চিহ্নিত করাও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্তদের যদি উপযুক্ত প্যাকেজ দেওয়া হয় যার ফলে কোনো সামাজিক বাধা ছাড়া খনির কয়লা উত্তোলনের কাজ সহজ হয়[১]। যদিও বর্তমানে সেখানে কোনো পুনর্বাসন নীতি নেই, তাই সেই এলাকায় জমির মূল্য ছাড়াও বিশেষ স্থানান্তর বা স্ব-পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুদান প্রদানের জন্য খনি এলাকার জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবনমান প্রদানের লক্ষ্যে **'কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট)'** শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে।

## ১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

ক. প্রকল্পের শিরোনামঃ **কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট)**

খ. মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

গ. বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ তেল, গ্যাস এবং খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

ঘ. প্রকল্পের অবস্থানঃ দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলা

[১]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.২০১০.কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলাইটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট): উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি). বড়পুকুরিয়া কোল মাইন কোম্পানি লিঃ (পেট্রোবাংলা), চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর

ঙ. প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ

| ব্যয় (লক্ষ টাকা) | | বাস্তবায়নকাল | |
|---|---|---|---|
| **প্রাক্কলিত** | **প্রকৃত** | **পরিকল্পিত** | **প্রকৃত** |
| ১৯,০৫৩.২০ | ১৭,৪১৪.৪৮ | ডিসেম্বর, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ (দুই অর্থবছর) | ডিসেম্বর, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ |

## ১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) অনুযায়ী প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের কেনো প্রকার ক্ষতি না করে প্রতিবছর ১.০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণ। উপরোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম/বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনা হয়:

- ভূগর্ভস্থ কয়লা উত্তোলনের প্রভাবে খনি অঞ্চলে যে ভূমি অবনমন হবে এবং যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের ৬৪৬ একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে তা অধিগ্রহণ করা।
- ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ক্ষতি বিবেচনা করে পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ অনুদান (গ্র্যান্ট) প্রদান যাতে তাঁরা নিকটবর্তী গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন এবং অন্তত পূর্বের ন্যায় জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারেন।
- ভূমিহীন দরিদ্র/অরক্ষিত এবং প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বিশেষ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ, যাতে তাঁরা সহজে নিকটবর্তী গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন এবং অন্তত পূর্বের ন্যায় জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারেন।

## ১.৪ প্রকল্পের অঙ্গসমূহ (ডিপিপি অনুযায়ী):

ক. রাজস্ব (পুনর্বাসন অনুদান):

১.

- ৪৮৬ একর কৃষিজমির জন্য বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান
- ১৬০ একর বসতবাড়ি/বাণিজ্যিক জমির জন্য বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান
- ৩১৮ জন ভূমিহীন দরিদ্র/ঝুঁকিপূর্ণ/প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান

২.

- বিবিধ (অন্য ক্ষতিসমূহের জন্য যা চিহ্নিত হয়নি)

খ. মূলধন (অধিগ্রহণ):

১.

- ৪৮৬ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণ
- ১৬০ একর বসতবাড়ি/বাণিজ্যিক জমি অধিগ্রহণ
- ২,০০০ অথবা তার অধিক বিভিন্ন কাঠামোর অধিগ্রহণ
- অধিগ্রহণের কারণে আনুমানিক ১৭০,০০০ গাছপালার ক্ষতিপূরণ
- অধিগ্রহণের জন্য ৪৮৬ একর জমির ফসলের (standing crops) ক্ষতিপূরণ

- আনুমানিক ২৭৬ টি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তরের জন্য ক্ষতিপূরণ
- বিধি মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণ কার্যালয়ের আনুষঙ্গিক ব্যয় (প্রাক্কলিত মূল্যের ২%)

২.

- বিবিধ (অন্য ক্ষতিসমূহের জন্য যা চিহ্নিত হয়নি অথবা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমন্বয়)

- এই প্রকল্পে কোনো বাণিজ্যিক জমি ছিল না।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের মোট দুই ধরনের আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়, যার একটি হচ্ছে অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জমির দামসহ অন্যান্য ক্ষতিপূরণ এবং অপরটি হচ্ছে পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ অনুদান। সারণী ১.১ — এ দুই ধরনের খরচ বিভাজনসহ দেখানো হয়েছে। এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে।

**সারণী ১.১:** প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের বিবরণী (ডিপিপি ও পিসিআর অনুযায়ী)

| আইটেমের নাম | মোট ভৌত লক্ষ্যমাত্রা | মোট আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১০-১১) | প্রকৃত ব্যয় (২০১০-১১) | ভৌত | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আইটেমের শতকরা হার | প্রকল্পের শতকরা হার |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| **রাজস্ব** | | | | | |
| কৃষিজমি অধিগ্রহণের জন্য বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান | ৪৮৬ একর | ৬,৬৭৭.৬৪ | ৭,৮৩১.৩৯ | ১১৭.১৭ (৫৬৯.৯৭ একর) | ১৭.১৭ |
| ঘরবাড়ি/বাণিজ্যিক জমি* অধিগ্রহণের জন্য বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান | ১৬০ একর | ২,৪৯৭.৬০ | ৮,১৬.৫৬ | ৩২.৬৯ (৫২.৩১ একর) | -৬৭.৩১ |
| ভূমিহীনদের অর্থ বরাদ্দ | ৩১৮ জন | ৬৩৬.০ | ৫৯০ | ৯২.৭৭ (২৯৫ জন) | -৭.২৩ |
| বিবিধ | থোক | ৫৯.৬১ | ৯৪.২০ | ১৫৮.০৩ | ৫৮.০৩ |
| **উপ-মোট (রাজস্ব)** | | **৯,৮৭০.৮৫** | **৯,৩৩২.১৫** | | |
| **মূলধন** | | | | | |
| কৃষি জমি অধিগ্রহণ | ৪৮৬ | ৩,০৪২.৩৬ | ৩,৫৬৮.০১ | ১১৭.১৭ (৫৬৯.৯৭ একর) | ১৭.১৭ |
| ঘরবাড়ি/বাণিজ্যিক জমি অধিগ্রহণ বাবদ ব্যয় | ১৬০ | ১,৫০২.৪০ | ৪৯১.১৯ | ৩২.৬৯ (৫২.৩১ একর) | -৬৭.৩১ |
| অবকাঠামো | ২,০০০ | ৩,৩০০.০০ | ৩,২৪৪.৩৭ | ৯৮.৩১ | -১.৬৯ |
| আর্থিক ক্ষতি | ১৭০,০০০ | ৮০০.০০ | ২১৮.১৪ | ২৭.৩০ | -৭২.৭ |
| ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ | ৪৮৬ | ১২১.৫০ | ১৪৩.৮৩ | ১১৮.৭৭ | ১৮.৭৭ |
| ব্যবসার ক্ষতিপূরণ বাবদ | ২৭৬ | ১৩৬.০০ | ১১৯.৫০ | ৮৬.৫৯ (২৩৯ জন) | -১৩.৪১ |
| ভূমি অধিগ্রহণের খরচ | | ১৭৮.০৯ | ১৯৭.২৯ | ১১০.৭৮ | ১০.৭৮ |
| অন্যান্য | | ১০০ | ১০০.০০ | ১০০ | ----- |
| **উপ-মোট মূলধন:** | | **৯,১৮২.৩৫** | **৮,০৮২.৩৩** | | |
| **সর্বমোট মূলধন:** | | **১৯,০৫৩.২০** | **১৭,৪১৪.৪৮** | | |

উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১০) কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট): উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি)। বড়পুকুরিয়া কোল মাইন কোম্পানি লিঃ (পেট্রোবাংলা), চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

## ১.৫ সমীক্ষার উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কিনা, পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে এবং প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার, পরিবেশের ওপর প্রকল্পের প্রভাব ইত্যাদি মূল্যায়নের জন্যে সমীক্ষাটির উদ্দেশ্য নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে:

- অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিধিবিধান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
- প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি কতোটুকু অর্জিত হয়েছে, তা পরীক্ষা করা এবং কোনো প্রকার বিচ্যুতি ঘটে থাকলে তার কারণ চিহ্নিত করা;
- খনি এলাকা বা খনি দ্বারা প্রভাবিত এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর প্রভাব বিশেষ করে ফসল,পাখি, মৎস্য, পশু ও বনজ সম্পদের ওপর এর প্রভাব মূল্যায়ন করা;
- প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত প্রান্তিক ভূমিমালিকদের আর্থসামাজিক অবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা চিহ্নিত করা;
- ভূমিহীন দরিদ্র ও অসহায় কৃষকদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা;
- প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ কতোটুকু ছিল তা নির্ণয় করা;
- প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারগণ স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসিত হয়েছে কিনা এবং তাদের আত্মকর্মসংস্থানে প্রকল্পটি কতোটুকু কার্যকর ছিল, তা যাচাই করা।

# দ্বিতীয় অধ্যায়
# মূল্যায়ন পদ্ধতি

## ২.১ সমীক্ষায় ব্যবহৃত নির্দেশকসমূহঃ

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নে ইনপুট, আউটপুট, আউটকাম এবং ইমপেক্ট নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে। ইনপুট নির্দেশকসমূহ যেমন ৮৩৭টি খানাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান; আউটপুট নির্দেশকসমূহ হলো পরিবারগুলোর যথাযথ স্থানান্তর ও স্ব-পুনর্বাসন; আউটকাম নির্দেশকসমূহ হলো পরিবারগুলোর কর্মসংস্থান ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং প্রভাব নির্দেশকসমূহ হলো পরিবারগুলোর জীবনমানের পরিবর্তন ও পরিবেশের ওপর প্রভাব।

## ২.২ নমুনার আকার নির্ধারণঃ

খানাসমূহের নমুনার সংখ্যা নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করা হয়েছেঃ

$$n = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})z_{\alpha}^2}{e^2}$$

উপরোক্ত মানসমূহ দ্বারা প্রাপ্ত নমুনার আকার হলোঃ

$$n = \frac{0.5(1-0.5)\times(1.96)^2}{(0.05)^2} = 384$$

যেখানে,

- n হলো মূল নির্দেশকের জন্য প্রয়োজনীয় নমুনার আকার, যা খানাসমূহের সংখ্যা দ্বারা বিবেচিত হয়েছে
- $\hat{p}$ হলো নির্দিষ্ট নির্দেশকের প্রত্যাশিত কভারেজের হার। এখানে সূত্রে $\hat{p}$=০.৫
- ৯৫% প্রত্যাশিত নির্ভুলতা বা অর্থবহতার মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে $z_{\alpha}$ এর মান হলো ১.৯৬।
- e হলো প্রান্তিক ত্রুটি (যথাযথতার সীমা) যা ৯৫% প্রত্যাশিত নির্ভুলতা বা অর্থবহতার মাত্রাতে সহনীয় এবং এই স্টাডিতে যার মান হলো ৫% (e =০.০৫)।

পিসিআর অনুযায়ী নমুনা এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার আকার হলো ৩৬৮৪ জন। বিবিএস ২০১১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী খানা প্রতি গড়ে ৪.৪ জন ব্যক্তি আছে। এই অনুসারে প্রকল্প এলাকায় মোট ৮৩৭টি খানা আছে।

তাই সমন্বয়কৃত নমুনার আকার (adjusted sample size) হলো,

$$n` = \frac{n}{1 + \frac{n}{N}} = \frac{৩৮৪}{১ + \frac{৩৮৪}{৮৩৭}} = ২৬৩$$

১৫% non-response rate ধরে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে, ২৬৩×১.১৫= ৩০০টি খানা।

## ২.৩ স্টাডি ডিজাইনঃ

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত (qualitative) ও পরিমাণগত

(quantitative) উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণগত পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকায় মোট ৩০০টি এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকায় মোট ২০০টি নমুনার সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। গুণগত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্প ও নিয়ন্ত্রণ এলাকায় প্রয়োজনীয় FGD, KII ও Case Study করা হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সমীক্ষার চূড়ান্ত পর্বে জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আরও একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের সামগ্রিক তথ্যাদি, তার উপাদান, ডিপিপি, পিসিআর প্রতিবেদনসহ ফলাফল বিষয়ক প্রাসঙ্গিক দলিলাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্টাডি ডিজাইনের বিস্তারিত বিবরণ নিচে সারণী ২.১ — এ প্রদান করা হলো। মূল্যায়ন সমীক্ষাটি প্রকল্প এলাকা হিসেবে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার হামিদপুরে এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকা হিসেবে একই উপজেলার হরিরামপুর এবং পার্শ্ববর্তী ফুলবাড়ি উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নে পরিচালিত হয়েছে (চিত্র ২.১)।

**সারণী ২.১:** স্টেকহোল্ডারের ধরন অনুযায়ী নমুনার বিতরণ

| স্টেকহোল্ডারের ধরন | যেসব **method** ব্যবহার করা হয়েছে | | | | | যেসব **tool** ব্যবহার করা হয়েছে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সমীক্ষা | FGD | KII | Case Study | কর্মশালা | |
| স্থানান্তরিত ও স্ব-পুনর্বাসিত খানাসমূহ | ৩০০ | - | - | ৪ | - | সমীক্ষার জন্য Semi-structured questionnaire ও Case Study'র জন্য চেকলিস্ট ব্যবহৃত হয়েছে |
| নিয়ন্ত্রণ এলাকার খানাসমূহ | ২০০ | - | - | - | - | Semi-structured questionnaire |
| প্রকল্প এলাকার স্থানান্তরিত ও স্ব-পুনর্বাসিত নারী ও পুরুষ | - | ৬ | - | - | - | গাইডলাইন |
| নিয়ন্ত্রণ এলাকার নারী ও পুরুষ | | ৪ | | - | | গাইডলাইন |
| বিসিএমসিএল, পেট্রোবাংলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি অফিস, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস, ডিসি অফিস, পরিবেশ অধিদপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষক এবং এনজিও প্রতিনিধি। | - | - | ১০ | - | - | চেকলিস্ট |
| জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বিসিএমসিএল এবং আইএমইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শমূলক কর্মশালা। | - | - | - | - | ১ | ১টি স্থানীয় পর্যায়ে |
| **মোট:** | **৫০০** | **১০** | **১০** | **৪** | **১** | |

## ২.৪ নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি:

যেহেতু প্রকল্প এলাকায় স্থানান্তরিত ও স্ব-পুনর্বাসিত খানাগুলোর তালিকা প্রকল্প অফিসে পাওয়া গিয়েছে, তবে স্ব-পুনর্বাসনের জন্য খানাগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার কারণে মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য খানাগুলো Random Sampling পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্বাচন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সব স্থানান্তরিত ও স্ব-পুনর্বাসিত খানাগুলোর নমুনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবার সমান সম্ভাবনা ছিল। প্রকল্পের আওতাভুক্ত পার্বতীপুর উপজেলার হামিদপুর ইউনিয়নের পাশেই অবস্থিত শিবনগর ও

হরিরামপুর ইউনিয়নকে নিয়ন্ত্রণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ এলাকায় সমীক্ষার জন্য খানাগুলো Random Sampling পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্বাচন করা হয়েছে।

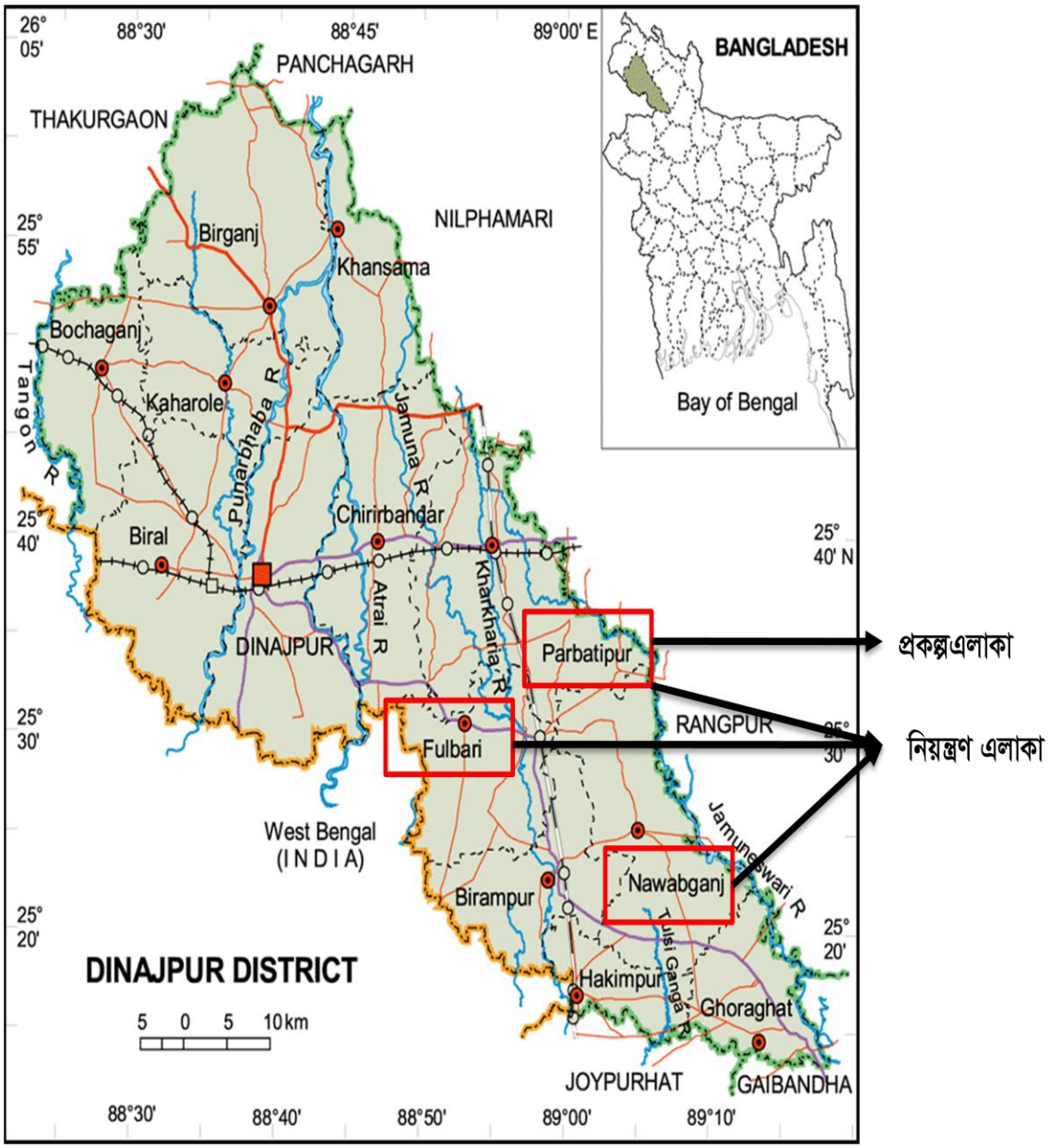


**চিত্র ২.১:** প্রকল্প এলাকা ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার অবস্থান মানচিত্র

সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রকল্প এলাকার একটি ইউনিয়নের (হামিদপুর) মোট ১৪টি গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। 'আবাসন' থেকে সর্বাধিক ৩৭.৩% তথ্য নেয়া হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ এলাকার ২টি ইউনিয়নের ১৭টি গ্রাম থেকে (সর্বাধিক বাসুদেবপুর, ১৭%) তথ্য নেয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকার আর্থসামাজিক ও অন্যান্য বিষয়গুলোকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণের জন্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতাদের বক্তব্য যাচাইয়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ এলাকা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে (সারণী ২.২)।

**সারণী ২.২:** সমীক্ষার জন্য প্রকল্প ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার গ্রামভিত্তিক নমুনা

| প্রকল্প এলাকার গ্রামসমূহ | | | নিয়ন্ত্রণ এলাকার গ্রামসমূহ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **গ্রামের নাম** | **নমুনার সংখ্যা** | **শতাংশ** | **গ্রামের নাম** | **নমুনার সংখ্যা** | **শতাংশ** |
| পাটিগ্রাম | ৪৬ | ১৫.৩ | বাসুদেবপুর | ৩৪ | ১৭.০ |
| আবাসন | ১১২ | ৩৭.৩ | বাজিতপুর | ১০ | ৫.০ |
| বেলপুকুর | ৮ | ২.৭ | দাদপুর | ৭ | ৩.৫ |
| বৈগ্রাম | ৭ | ২.৩ | দক্ষিণ বাসুদেবপুর | ৭ | ৩.৫ |
| চৌহাটি | ৪ | ১.৩ | দালাইকোটা | ২১ | ১০.৫ |
| দক্ষিণ বাঁশপুকুর | ৬ | ২.০ | ঘাটপাড়া | ৩ | ১.৫ |
| কালুপাড়া | ৩৮ | ১২.৭ | গুচ্ছগ্রাম | ৫ | ২.৫ |
| কাশিয়াডাঙ্গা | ১ | .৩ | হাজারামপুর | ৩ | ১.৫ |
| কাজীপাড়া | ১৫ | ৫.০ | হোসেনপুর | ৩১ | ১৫.৫ |
| মোবারকপুর | ২৫ | ৮.৩ | মহেশপুর | ৪ | ২.০ |
| মধ্য দুর্গাপুর | ১০ | ৩.৩ | পাঠানপাড়া | ২২ | ১১.০ |
| মৌপুকুর | ১৪ | ৪.৭ | পূর্ব বাজিতপুর | ৮ | ৪.০ |
| পাঁচঘড়িয়া | ১২ | ৪.০ | পূর্ব হোসেনপুর | ৩ | ১.৫ |
| শাহাগ্রাম | ২ | .৭ | রাজারামপুর | ৩ | ১.৫ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** | শিবনগর | ২৯ | ১৪.৫ |
| | | | সুলতানপুর | ১০ | ৫.০ |
| | | | **মোট** | **২০০** | **১০০.০** |

## ২.৫ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ:

এই সমীক্ষার জন্য বিআইএসআর কনসালটেন্টস্ লিঃ (পরামর্শক প্রতিষ্ঠান) প্রয়োজনীয় সংখ্যক তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ দিয়েছিল। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগকৃত তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে প্রস্তাবিত মূল্যায়ন সমীক্ষার ওপর তিন পূর্ণ কর্মদিবসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান বিষয়গুলো হলো সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি, প্রশ্নমালা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, FGD, KII, Case Study সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল ইত্যাদি। তথ্য সংগ্রহকারীদের আইএমইডি ও বিসিএমসিএল থেকে ইস্যুকৃত অনুরোধপত্র প্রদানপূর্বক মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

## ২.৬ তথ্য সংগ্রহ, মান নিয়ন্ত্রণ ও মাঠ কার্যক্রম তদারকি:

এই সমীক্ষাটি পরিচালনার জন্য সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের ধরন অনুযায়ী (প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতা, নিয়ন্ত্রণ এলাকার উত্তরদাতা, প্রধান তথ্যদাতা ইত্যাদি) ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছিল। স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মাধ্যমে নির্বাচিত সকলের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উপকরণের চেকলিস্ট, নির্বাচিত নমুনার আকার এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নমালা সরবরাহ করা হয়েছিল। মাঠপর্যায়ে সমীক্ষার তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

করার জন্য বিআইএসআর ২ জন মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাকে নিয়োগ করেছিল। এছাড়াও মূল্যায়ন সেক্টরের কর্মকর্তাগণ মাঠপর্যায়ে উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করেছেন।

## ২.৭ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD):

সমীক্ষায় মোট ১০টি ফোকাস গ্রুপে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি ফোকাস গ্রুপ পরিচালিত হয়েছে প্রকল্প এলাকার স্থানান্তরিত ও স্ব-পুনর্বাসিত নারী ও পুরুষদের সাথে এবং ৪টি পরিচালিত হয়েছে নিয়ন্ত্রণ এলাকার ২টি ইউনিয়নের নারী ও পুরুষদের সাথে (সারণী ২.১)। প্রতিটি ফোকাস গ্রুপে ৮ থেকে ১০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। নারী ও পুরুষের ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পৃথকভাবে পরিচালিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ ফোকাস গ্রুপ আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। দলীয় আলোচনায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শ্রমিক, প্রান্তিক কৃষক, ছাত্রসহ অন্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

## ২.৮ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII):

প্রকল্পের মুখ্য ব্যক্তিবর্গ তথা বিসিএমসিএল ও পেট্রোবাংলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি অফিস, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস, ডিসি অফিস, পরিবেশ অধিদপ্তর, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সাথে মোট ১০টি KII পরিচালনা করা হয়েছে (সারণী ২.১)।

## ২.৯ কেইস স্টাডি (Case Study):

এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় মোট ৪টি কেস স্টাডি করা হয়েছে। মূলত: জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বিশেষ করে প্রান্তিক চাষি, দিনমজুর নারী ও পুরুষদের কীভাবে জীবনমানের পরিবর্তন হয়েছে, তার ওপর কেস স্টাডি করা হয়েছে (সারণী ২.১)।

## ২.১০ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন:

### ২.১০.১ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ:

ডেটা এন্ট্রি ও ক্লিনিং: ডেটা ক্লিনিং করার পর কম্পিউটারে এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে। SPSS 20.0 প্রোগ্রাম অনুসরণ করে উপাত্তসমূহকে একত্রে নিরীক্ষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিস্তারিত মতামতসংবলিত উপাত্তসমূহকে পুনরায় কোডেড বা পোস্ট-কোডেড (আধাসীমিত উপাত্ত গঠন/স্ব-বিস্তারিত প্রশ্নসমূহ/সীমিত পরিসরে যৌক্তিক কাঠামো) করা হয়েছে।

### ২.১০.২ উপাত্ত বিশ্লেষণ:

- ✓ উপাত্তের পরিমাণগত বিশ্লেষণ: বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডেটার পরিমাণগত মান যাচাই করা হয়েছে, যেমন: frequency, percentage, average ইত্যাদি।
- ✓ উপাত্তের গুণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১০.৩ প্রতিবেদন প্রণয়ন:

একটি বিশ্লেষণধর্মী, বিস্তারিত এবং সুগঠিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনের জন্য যে বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো: প্রকল্পের পটভূমি, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, সমীক্ষা পদ্ধতি, সমীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল (গুণগত ও পরিমাণগত), উপসংহার এবং সুপারিশ।

# তৃতীয় অধ্যায়
# অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিধি-বিধান যাচাই

বড়পুকুরিয়া কোল মাইন প্রকল্পের আওতায় কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিইটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের অধীন মোট ৫৬৯.৯৭ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণ; ৫২.৩১ একর বসত-বাড়ির জমি অধিগ্রহণ; ২,০০০ বিভিন্ন কাঠামোর অধিগ্রহণ; অধিগ্রহণের কারণে আনুমানিক ১৭০,০০০ গাছপালার ক্ষতিপূরণ; অধিগ্রহণের জন্য জমির ফসলের (standing crops) এর ক্ষতিপূরণ; এবং ২৭৬টি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়। মোট ২৮৫ জন ভূমিহীনকে নগদ ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। তবে মোট ১৯.৬৪ একর কম জমি অধিগ্রহণ করা হয়, কারণ প্রকল্পের সীমানা অনুযায়ী তার দরকার হয়নি। এ ছাড়া কোনো বাণিজ্যিক জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি কারণ অধিগ্রহণকৃত এলাকাটি মূলত গ্রাম এলাকা। উল্লেখ্য, ৪৮৬ একর জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদানের অর্থের বাইরেও অনুদান প্রদান করা হয়। এই অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে ১৯৮২ সাল ও পরবর্তী সংশোধিত অধিগ্রহণ আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করেই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এ কার্যক্রমটি পরিচালনা করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ধাপে ধাপে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যেমন:

প্রথমত, এর জন্য একটি পুনর্বাসন ফ্রেইমওয়ার্ক তৈরি করা হয়; দ্বিতীয়ত, একটি পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (RAP) তৈরি করা হয়। কিন্তু প্রচলিত ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জমির মূল্য বাজারমূল্যের মাত্র ১৫০% দেয়া সম্ভব বিধায় স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা তা গ্রহণ করতে সম্মত হননি এবং তাঁরা বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন-সংগ্রাম করতে থাকেন। এই প্রেক্ষিতে এর একটি সুরাহা করার জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ সকলের সহযোগিতায় বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনা হয় এবং একাধিক বৈঠকের পর তা প্যাকেজ আকারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অনুমোদন নেয়া হয়। তাই এ প্রকল্পের আওতায় দুই ধরনের আর্থিক সহায়তা ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদান করা হয়। একটি হচ্ছে ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জমি বা অন্যান্য সম্পদের ক্ষতিপূরণ এবং অপরটি হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তদের বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান।

বর্তমান প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে তাঁদের প্রায় ৩-৪ গুণ বেশি পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরপর প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এর জন্য একটি ডিপিপি তৈরি করে, তার অনুমোদন নেয় এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেহেতু ডিপিপিতে উল্লেখ ছিল যে, এটি ডিসি অফিসের মাধ্যমে সরাসরি বাস্তবায়ন করা হবে, কোনো প্রকারের ক্রয় বা সেবা ক্রয়ের এখানে কোনো সুযোগ থাকবে না, তাই এটি সরকারের ভূমি অধিগ্রহণ আইন ১৯৮২ এবং পরবর্তী সংশোধনী অনুসরণ করে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির হাতে হাতে স্থানীয় সংসদ সদস্যের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের চেক প্রকাশ্যভাবে হস্তান্তর করা হয়। এই চেক পেতে ক্ষতিগ্রস্তদের কাউকে কোনো আর্থিক সুবিধা বা প্রণোদনা দিতে হয়নি বলে ক্ষতিগ্রস্তরা মাঠপর্যায়ে উল্লেখ করেন।

এই প্রকল্পের অধীন জমি অধিগ্রহণের ধাপে ধাপে গৃহীত পদক্ষেপগুলো সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রথমে বড়পুকুরিয়া কোল মাইন প্রকল্প থেকে জমি অধিগ্রহণের অনুরোধ পাওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী এলএও, দিনাজপুর অফিস থেকে তিন ধারার নোটিশ প্রদান করা হয়। তিন ধারার নোটিশ পাওয়ার পর ৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজস্ব জমিতে ১১টি কাঠামো তৈরি করে মোট ১৬৮৯,১৯,৯৯৯.৫০ টাকা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করে হাইকোর্টে রিট করেন। কিন্তু তাঁদের সে মামলা বাতিল হয়ে যায়। এ ছাড়া কিছু লোক কিছু অত্যন্ত অস্থায়ী দোকানকে স্থায়ী দোকান দাবি করে

ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু সরেজমিনে তদন্ত করে তা বাতিল করা হয়। পরবর্তী সময়ে ভূমি অধিগ্রহণের বিভিন্ন পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয়। এভাবে যথারীতি ক্ষতিপূরণ এবং তার সাথে পুনর্বাসনের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের অনুদান প্রদান করা হয়।

ভূমিহীন নির্ধারণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে (রাজস্ব) প্রধান করে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়। সেই কমিটি প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাচাই করে তাঁদের মধ্য থেকে ৩১৮ জন ভূমিহীনের পরিবর্তে ২৯৫ জনকে চিহ্নিত করেন। উল্লেখ্য, কেবল যাদের জমির পরিমাণ ১০ শতাংশের নিচে ছিল তাদেরকে এই ভূমিহীন হিসেবে গণ্য করা হয়। অবকাঠামো খাতের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর, দিনাজপুরের কর্মকর্তাদের সহায়তা নেয়া হয়। গাছগাছালির দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে দিনাজপুর বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সহায়তা নেয়া হয়।

প্রকল্প এলাকায় মোট ৬টি মসজিদ ছিল, যার জমির পরিমাণ ছিল ০.২৪ একর; কিছু ব্যক্তিগত কবরস্থান ছিল যেখানে মোট জমির পরিমাণ ছিল ৪.৩৬ একর। ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী এগুলো অধিগ্রহণ করা যায় না। কিন্তু এগুলো প্রকল্প এলাকা থেকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। তাই মসজিদ কমিটি এবং কবরস্থানের জায়গায় মালিকদের সাথে আলাপ করে তাঁদের জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

এই প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের সময় কোনো ফসলের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। কিন্তু যেহেতু কয়লা উত্তোলন কার্যক্রমের কারণে ২০০৮ সাল থেকে কিছু জমির ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে, তাই এর দাম নির্ধারণের জন্য কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের সহায়তা নেয়া হয় এবং সেভাবে ফসলের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

**আরবিট্রেশনঃ** এই প্রকল্পের আওতায় কোনো আরবিট্রেশন হয়নি। এই অধিগ্রহণের বিপক্ষে কোনো মামলা হয়নি। মামলা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে মালিকানা নিয়ে।

**ডিসি অফিসে জমা অর্থঃ** প্রকল্পের কোনো অব্যয়িত অর্থ নেই। তবে কিছু জমির মূল্য পরিশোধ হয়নি কারণ, সেগুলো নিয়ে মামলা আছে, কিছু খাসজমি হিসেবে চিহ্নিত আছে, কিছু মালিকানার মামলা আছে যার পরিমাণ ৫৮.৮২১৯ একর। এগুলো ধীরে ধীরে সমাধান হচ্ছে এবং তার অর্থও পরিশোধ করা হচ্ছে। প্রথমে এই টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০ কোটি, বর্তমানে তা প্রায় ১৪ কোটির মতো। প্রতি মাসে কিছু কিছু মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে এবং সেভাবে টাকা খরচ হচ্ছে। তবে জমির দাম নিয়ে কোনো মামলা বা বিবাদ নেই। উল্লেখ্য, এই অর্থ ব্যয় হলেও প্রকল্পের মূল ব্যয় আর বৃদ্ধি পাবে না।

# চতুর্থ অধ্যায়
# প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যাচাই

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (সারণী ১.১: প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের বিবরণী অনুযায়ী) ১৯০৫৩.২০ লক্ষ টাকা ধরা হয় এবং প্রকৃত ব্যয় হয় ১৭৪১৪.৪৮ লক্ষ টাকা বা ৯১.৪০% মাত্র। প্রকল্পটিতে মোট ব্যয়ের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ সারণী ৪.১ — এ প্রদান করা হলো:

**সারণী ৪.১:** প্রকল্পের ব্যয়ের সংক্ষিত বিবরণ

| আইটেম | একক | মোট অর্থ (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|
| জমি অধিগ্রহণ ও গ্রহণ (মসজিদ ও কবরস্থানের জমিসহ) | ৬২৬.৩৬ একর | ১২,৮০১.৩৫ |
| ভূমিহীনদের অর্থ বরাদ্দ | ২৯৫ জন | ৫৯০ |
| অবকাঠামো | ২,০০০ | ৩,২৪৪.৩৭ |
| আর্থিক ক্ষতি | ১৭০,০০০ | ২১৮.১৪ |
| ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ | ৪৮৬ | ১৪৩.৮৩ |
| ব্যবসার ক্ষতিপূরণ বাবদ | ২৭৬ | ১১৯.৫০ |
| ভূমি অধিগ্রহণের খরচ | - | ১৯৭.২৯ |
| অন্যান্য | - | ১০০.০০ |
| **সর্বমোট:** | - | **১৭,৪১৪.৪৮** |

উৎস: কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল নামক প্রকল্পের পিসিআর থেকে সংগৃহীত।

প্রকল্পের মোট অধিগ্রহণ পরিকল্পনা ৬৪৬ একর থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মোট ৬২৬.৩৬ একর (অধিগ্রহণ ও গ্রহণ) করা হয়। প্রকল্পের মোট জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯.৬৪ একর কম অধিগ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কৃষিজমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ৫৬৯.৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং তার জন্য ১৭.১৭% অতিরিক্ত ব্যয় হয়। এর প্রধান কারণ হলো যে, যেসমস্ত জমি বাড়ি হিসেবে মাঠপর্যায়ে দেখা গেছে তার বেশ কিছু জমি খতিয়ানে জমির শ্রেণিবিভাগে কৃষিজমি হিসেবে রয়ে গেছে। ফলে তা কৃষিজমি হিসেবে অধিগ্রহণ করা হয়। তাই সেখানে মোট পূনর্বাসন এবং অধিগ্রহণ এই দুই খাতে খরচ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত: কিছু বসতবাড়ির জমি বাদ পড়ার কারণে ৬৭.৩১% ঘরবাড়ির জমি অধিগ্রহণের ব্যয় কমেছে। তাই সেখানে মোট পুর্নবাসন এবং অধিগ্রহণ এই দুই খাতে খরচ কম হয়। এই প্রকল্পের আওতায় কোনো বাণিজ্যিক জমি ছিল না এবং সে কারণে তা অধিগ্রহণের প্রয়োজন পড়েনি। তবে এ প্রকল্পের আওতায় কবরের স্থান ও মসজিদের জমির ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

তৃতীয়ত: অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকে (রাজস্ব) প্রধান করে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়। সেই কমিটি প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাচাই করে তাঁদের মধ্য থেকে ৩১৮ জন ভূমিহীনের পরিবর্তে ২৯৫ জনকে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে, ফলে অনুদানের পরিমাণ ৭.২৩% কমেছে। উল্লেখ্য, কেবল যাদের জমির পরিমাণ ১০ শতাংশের নিচে ছিল তাদেরকে এই ভূমিহীন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং প্রতিটি পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা পুনর্বাসন অনুদান দেয়া হয়।

চতুর্থত: বিবিধ খাতে যে থোক বরাদ্দ ছিল তার চেয়ে ৫৮.০৩% বেশি খরচ করা হয়, কারণ প্রকল্প এলাকায় মোট ৬টি মসজিদ ছিল, যার জমির পরিমাণ ছিল ০.২৪ একর; কিছু ব্যক্তিগত কবরস্থান ছিল, যেখানে মোট জমির পরিমাণ ছিল

৪.৩৬ একর। ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী এগুলো অধিগ্রহণ করা যায় না। কিন্তু এগুলো প্রকল্প এলাকা থেকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। তাই মসজিদ কমিটি এবং কবরস্থানের জায়গায় মালিকদের সাথে আলাপ করে তাঁদের জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। সুতরাং তার জন্য মোট ১৫৮.০৩ লাখ টাকা খরচ হয়, যার ফলে মোট খরচ বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চমত: অবকাঠামো খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ১.৬৯% কম ব্যয় হয়। এটি গণপূর্ত অধিদপ্তর, দিনাজপুরের কর্মকর্তাদের হিসাব অনুযায়ী করা হয়। এখানে প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে কম ব্যয় হয়।

ষষ্টত: আর্থিক ক্ষতি বা গাছগাছালির দামের ক্ষেত্রে মোট ৭২.৭% কম ব্যয় হয়। এটি দিনাজপুর বন বিভাগের কর্মকর্তারা নির্ধারণ করে দেন। প্রকৃত মূল্য কম থাকার কারণে এ খাতে কম ব্যয় হয়।

সপ্তমত: ফসলের ক্ষতিপূরণের জন্য ১৮.৭৭% ব্যয় বেশি হয়। তবে এই প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের সময় কোনো ফসলের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। কিন্তু যেহেতু কয়লা উত্তোলন কার্যক্রমের কারণে ২০১.৪৪ একর জমির ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে ২০০৮ সাল থেকে, তাই এ সকল জমির মালিককে এককালীন মোট ২ ফসল হিসাব করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

অষ্টমত: ব্যবসার ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৩.৪১% কম ব্যয় হয়, কারণ মাঠপর্যায়ের প্রকৃত মূল্য যাচাইয়ে তা কমে যায়।

নবমত: ভূমি অধিগ্রহণ খরচ ১০.৭৮% বৃদ্ধি পায়। প্রকল্পটি বিশেষভাবে সংবেদনশীল হওয়ার কারণে মাঠপর্যায়ে প্রত্যেকের ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদানের আয়োজন এবং স্টাম্পের টাকা ডিসি অফিস, দিনাজপুর, বহন করে। ফলে প্রকৃত খরচ বৃদ্ধি পায়।

দশমত: আর অন্যান্য কিছু খরচ হয় যেমন, অধিগ্রহণের প্রস্তাবের বাইরে ০.২৮ একর জমির প্রয়োজন হয়, ৮ একর বসতবাড়ির জমি কৃষিজমি হিসেবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়, যার অবশিষ্ট মূল্য প্রদান করা হয় এবং অবকাঠামোর কিছু ক্ষতিপূরণ বাদ পড়ে। এসব মিলে আর কিছু টাকা অন্যান্য খাতে ব্যয় হয়।

জমি অধিগ্রহণের পর প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জমি রেকর্ড করায়, মিউটেশন করানো হয়, খাজনা দেয়া হয় এবং জমিগুলো ব্যবহার শুরু করে। অর্থাৎ জমির নিচ দিয়ে কয়লা আহরণের কাজ অব্যাহত আছে। তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যেসব জমি এখনো অবনমন হয়নি, সেসব জমি পড়ে আছে বিধায় পূর্বতন কিছু মালিক এখনো আবাদ করছেন। এখনো প্রকল্প এলাকায় মাত্র ৭টি পরিবার বসবাস করছে (০.৮৪%)। তবে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ডিসি অফিসকে এসব ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করার জন্য অনুরোধপত্র পাঠিয়েছে।

**ডিপিপির পুনঃঅনুমোদন:** ডিপিপির খাতওয়ারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হলেও তার কোনো অনুমোদন নেয়া হয়নি। তবে কিছু কিছু খাতে মোট বরাদ্দের মধ্যেই ছিল আর কিছু কিছু খাতে তা অতিক্রম করে। কিন্তু তার জন্য কোনো রিভাইসড ডিপিপি করা হয়নি।

## পঞ্চম অধ্যায়

# বড়পুকুরিয়া প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর প্রভাব

সমীক্ষার মাধ্যমে খনি এলাকা বা খনি দ্বারা প্রভাবিত এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশের বিশেষ করে ফসল, মৎস্য, পশু ও বনজ সম্পদের ওপর বিভিন্ন রকমের প্রভাব পাওয়া গিয়েছে। পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিষয়গুলোতে পরামর্শক দল নিজেদের মতামতসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তর যেমন কৃষি, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল; এনজিও ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের মতামতকে একীভূত করেছে। প্রকল্প ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার খানাসমূহের নারী ও পুরুষ সদস্যদের সাথে দলীয় আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। খানা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে পরিবেশের বিভিন্ন দিকগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

### ৫.১ ফলমূলের ফলন, পুকুরে মাছের পরিমাণ, শস্যের ফলন ও গাছপালার ক্ষতি সম্পর্কিত পরিবর্তন:

প্রকল্প এলাকার খানাসমূহের ১৫৫ জন (৫১.৭%) বলেছেন যে, প্রকল্প এলাকায় গাছপালার ক্ষতি (৫৬.৭%) বেড়েছে। অন্যদিকে ফলমূলের ফলন (৮৩.০%), পুকুরে মাছের পরিমাণ (৫৮.৩%) এবং শস্যের ফলন (৫৭.৩%) কমেছে (সারণী ৫.১ (ক))। এছাড়া নিয়ন্ত্রণ এলাকার উত্তরদাতা বলেছেন ফলমূল (৮৬%) ও শস্যের ফলন (৬১.৫%) কমেছে এবং গাছপালার ক্ষতি (৫২%) বেড়েছে বলে তারা দাবি করেন। কিন্তু মাছ চাষের অবস্থা অপরিবর্তিত আছে (সারণী ৫.১ (খ))।

**সারণী ৫.১ (ক):** প্রকল্প/ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত/পুনর্বাসিত এলাকার উত্তরদাতাদের তথ্যমতে, খনি এলাকায় ফলমূলের ফলন, পুকুরে মাছের পরিমাণ, শস্যের ফলন ও গাছপালার ক্ষতি সম্পর্কিত মতামত

| আইটেমসমূহ | কম | বেশি | অপরিবর্তিত | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ফলমূলের ফলন | ২৪৯* (৮৩.০)** | ১৫ (৫.০) | ৩৬ (১২.০) | ৩০০ (১০০) |
| মাছ চাষ | ১৭৫ (৫৮.৩) | ৩৮ (১২.৭) | ৮৭ (২৯.০) | ৩০০ (১০০) |
| শস্যের ফলন | ১৭২ (৫৭.৩) | ৪৫ (১৫.০) | ৮৩ (২৭.৭) | ৩০০ (১০০) |
| গাছপালার ক্ষতি | ৫৩ (১৭.৭) | ১৭০ (৫৬.৭) | ৭৭ (২৫.৭) | ৩০০ (১০০) |

* বন্ধনীর মধ্যে সারণীতে শতাংশ মান নির্দেশ করে

** বন্ধনীর মধ্যে সারণীতে ফ্রিকোয়েন্সি মান নির্দেশ করে

**সারণী ৫.১ (খ):** নিয়ন্ত্রণ এলাকার উত্তরদাতাদের তথ্যমতে, খনি এলাকায় ফলমূলের ফলন, পুকুরে মাছের পরিমাণ, শস্যের ফলন ও গাছপালার ক্ষতি সম্পর্কিত মতামত

| আইটেমসমূহ | কম | বেশি | অপরিবর্তিত | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ফলমূলের ফলন | ১৭২*(৮৬.০) ** | ৯ (৪.৫) | ১৯ (৯.৫) | ২০০ (১০০) |
| মাছ চাষ | ৬৪ (৩২.০) | ১৬ (৮.০) | ১২০ (৬০.০) | ২০০ (১০০) |
| শস্যের ফলন | ১২৩ (৬১.৫) | ১৯ (৯.৫) | ৫৮ (২৯.০) | ২০০ (১০০) |
| গাছপালার ক্ষতি | ২২ (১১.০) | ১০৪ (৫২.০) | ৭৪ (৩৭.০) | ২০০ (১০০) |

* বন্ধনীর মধ্যে সারণীতে শতাংশ মান নির্দেশ করে

** বন্ধনীর মধ্যে সারণীতে ফ্রিকোয়েন্সি মান নির্দেশ করে

প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে স্থানীয় সরকারের কৃষি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বলেছেন যে, খনি এলাকার জমি দেবে যাওয়ায় ফসলি জমি নষ্ট হয়েছে, যার ফলে শস্যের ফলন কিছুটা কমে যেতে পারে। পরামর্শক দল মনে করে যে, প্রকল্প এলাকায়

ফসলের উৎপাদন কিছুটা কমেছে কারণ নিবিড় চাষ সেখানে আর আগের মতো দেখা যাচ্ছে না। শস্যের নিবিড়তার হিসাবে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় তা ৩২.০৯% কমে গেছে।

এছাড়াও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়ায় খরার প্রবণতা, মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট এবং কয়লা উত্তোলনের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় ফলমূলের ফলন, পুকুরে মাছের পরিমাণ, শস্যের ফলন ও গাছপালার ক্ষতি সাধন হয়েছে বলে স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। পরামর্শক দল মনে করে যে, কৃষি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে এমনিতে সে এলাকার জমিতে ফলন কম হচ্ছে এবং পাশ্ববর্তী বিদ্যুৎকেন্দ্র ও আশপাশের ইটের ভাটা থেকে নির্গত ছাইয়ের কারণে বায়ুদূষণও বাড়ছে। অপরদিকে নিয়ন্ত্রণ এলাকার উত্তরদাতাদের মতে, খনি এলাকায় ফলমূলের ফলন এবং শস্যের ফলন কমেছে।

## ৫.২ শস্যবিন্যাসে/সময়ে পরিবর্তনঃ

প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ (৮১.৭%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, খনির কারণে শস্যবিন্যাসে বা শস্যবিন্যাসের সময়ে কোনো পরিবর্তন আসেনি এবং বাকি ১৮.৩% উক্ত বিষয়ে পরিবর্তনের কথা বলেছেন। নিয়ন্ত্রণ এলাকার প্রায় ৮০% উত্তরদাতাও মনে করেন, খনির কারণে শস্যবিন্যাসের সময়ে কোনো পরিবর্তন আসেনি। যারা শস্যবিন্যাসের সময়ে পরিবর্তনে 'হ্যাঁ' মতামত দিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রকল্প এলাকায় সর্বাধিক ৪৯.১% এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকায় সর্বাধিক ৪৫% বলেছেন বর্তমানে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তারা ধানের পরিবর্তে অন্য শস্য চাষ করছেন (সারণী ৫.২)। এমনকি আগে যে জমিতে একের অধিক ফসল চাষ হতো সেখানে এখন এক ফসল হচ্ছে। এনজিও ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা বলেছেন প্রকল্প এলাকায় একই জমিতে একাধিক ফসল ভালো হয় না। স্থানীয় কৃষি বিভাগ মনে করে, কয়লা উত্তোলনের ফলে খনি এলাকায় একদিকে যেমন জমি দেবে যায়, অন্যদিকে ভূমি ব্যবহারেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। তাঁরা আর মনে করেন, খনির কারণে আশপাশের এলাকায় শস্যবিন্যাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

**সারণী ৫.২:** শস্যবিন্যাসে/সময়ে পরিবর্তন ও এর ধরন সম্পর্কিত মতামত

| শস্যবিন্যাসের সময়ের পরিবর্তন সম্পর্কিত মতামত | প্রকল্প এলাকা | | নিয়ন্ত্রণ এলাকা | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ |
| হ্যাঁ | ৫৫ | ১৮.৩ | ৪১ | ২০.৫ |
| না | ২৪৫ | ৮১.৭ | ১৫৯ | ৭৯.৫ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** | **২০০** | **১০০.০** |
| **হ্যাঁ মতামতের ভিত্তিতে শস্যবিন্যাসের ধরনের পরিবর্তন** | | | | |
| ধানের পরিবর্তে অন্য ফসল | ২৭ | ৪৯.১ | ১৮ | ৪৫.০ |
| এক ফসল | ৫ | ৯.১ | ১৬ | ৩৭.৫ |
| অন্যান্য | ২৩ | ৪১.৮ | ৭ | ১৭.৫ |
| **মোট** | **৫৫** | **১০০.০** | **৪১** | **১০০.০** |

## ৫.৩ শস্যের ক্ষতি ও এর কারণঃ

খনি সংশ্লিষ্ট এলাকায় শস্যের ফলন ভালো হলেও কিছু কিছু কারণে শস্যের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্প এলাকার ৫৫.৩% এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকার ৬৪% উত্তরদাতা বলেছেন যে, ফসলের ক্ষতি হচ্ছে (সারণী ৫.৩)। যারা ফসলের ক্ষতি হচ্ছে বলেছেন তারা কেউ কেউ একাধিক কারণের কথা বলেছেন যার মধ্যে সর্বাধিক ৩০.৩% জলাবদ্ধতা ও

২৬.৭% কীটপতঙ্গের কথা বলেছেন। এছাড়াও সেচের পানিদূষণ, কম বৃষ্টিপাত, জমির কম উর্বরতা, ইটভাটা ও সেচের পানির অভাব শস্যের ক্ষতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন (চিত্র ৫.১)। সুতরাং খনির কার্যক্রম প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার শস্যের ক্ষতির ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা পালন করছে না।

**সারণী ৫.৩:** শস্যের ক্ষতি সম্পর্কিত মতামত

| শস্যের ক্ষতি সম্পর্কিত মতামত | প্রকল্প এলাকা | | নিয়ন্ত্রণ এলাকা | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ |
| হ্যাঁ | ১৬৬ | ৫৫.৩ | ১২৮ | ৬৪.০ |
| না | ১৩৪ | ৪৪.৭ | ৭২ | ৩৬.০ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** | **২০০** | **১০০.০** |

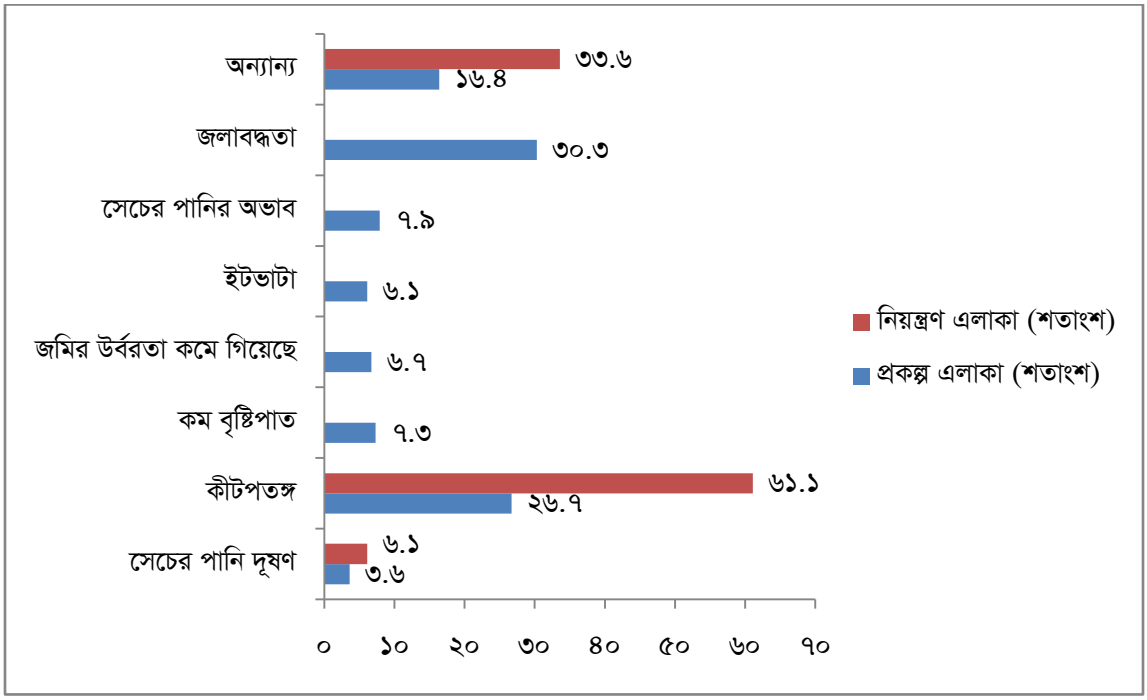


**চিত্র ৫.১:** হ্যাঁ মতামতের ভিত্তিতে শস্যের ক্ষতির কারণ

## ৫.৪ মাছ চাষে পরিবর্তন:

প্রকল্প এলাকার সর্বাধিক (৫৬.৩%) এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকার ৭৭% উত্তরদাতা বলেছেন যে, মাছ চাষে কোনো পরিবর্তন হয়নি (সারণী ৫.৪)। যারা বলেছেন মাছ চাষে পরিবর্তন হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রকল্প এলাকায় সর্বাধিক ৩২.৮% এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকার সর্বাধিক ৩৭% যথাক্রমে দেশি প্রজাতির মাছ ও পুকুরে পানির অভাবকে (বিশেষ করে খরা মৌসুমে) বিশেষ পরিবর্তন হিসেবে দেখছেন (চিত্র ৫.২)। উল্লেখ্য, প্রকল্প এলাকায় মাত্র ৭টি পুকুর ছিল, যার মধ্যে দুটি এখনো আছে, তবে সেখানে তেমন মাছ উৎপাদন হয় না। মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকারেও বিষয়টি আবার স্পষ্ট হয় যে, পানির অপর্যাপ্ততাই মাছ চাষে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। পরামর্শক দলও তা মনে করে। বছরের বেশির ভাগ সময় একটু কম অগভীর পুকুরগুলো শুকিয়ে যায়। তবে প্রকল্প এলাকায় অবনমিত অংশে প্রায় ২০১ একরের মতো একটি

জলাধার সৃষ্টি হয়েছে যেখানে মাছ চাষ হচ্ছে। এতো বড় জলাধার এর আগে সেখানে ছিল না। ফলে সেখানে মাছ উৎপাদন আগের তুলনায় কয়েক গুণ বেড়েছে। মৎস অধিদপ্তরের তথ্যমতে, পুকুরে মাছ চাষে একরপ্রতি উৎপাদন ০.৮ থেকে ১.৬ টন। সেক্ষেত্রে ২০১ একর জমিতে আনুমানিক মোট মাছের উৎপাদন হচ্ছে ১৬০.৮ থেকে ৩২১.৬ টন। স্থানীয় লোকজন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শক দলের আলোচনায় জানা যায় যে, পূর্বের তুলনায় খনি এলাকায় মাছের চাষ বেড়েছে। প্রকল্প শুরুর সময় সেখানে বছরে মাছ উৎপাদন হতো মাত্র ৬ টন যেখানে বর্তমানে উৎপাদন হচ্ছে গড়ে প্রায় ২২০ টন।

**সারণী ৫.৪:** মাছ চাষে পরিবর্তন সম্পর্কিত মতামত

| মাছ চাষে বেড়েছে | প্রকল্প এলাকা | | নিয়ন্ত্রণ এলাকা | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ |
| হ্যাঁ | ১৩১ | ৪৩.৭ | ৪৬ | ২৩.০ |
| না | ১৬৯ | ৫৬.৩ | ১৫৪ | ৭৭.০ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** | **২০০** | **১০০.০** |

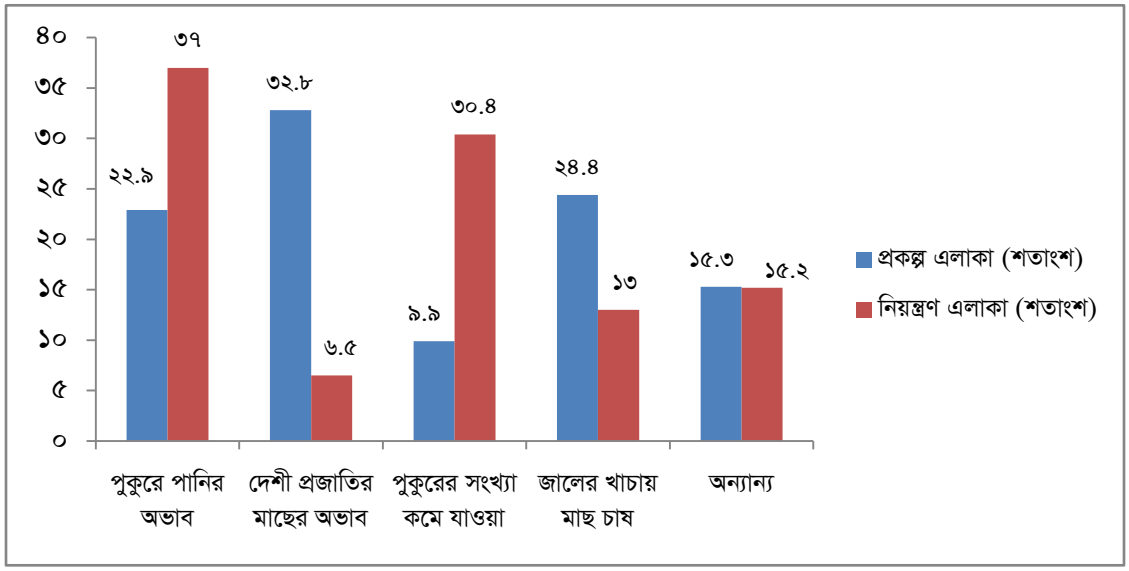


**চিত্র ৫.২:** হ্যাঁ মতামতের ভিত্তিতে মাছ চাষে পরিবর্তনের কারণ

## ৫.৫ গবাদিপশু এবং খামার ব্যবস্থাপনা বা উৎপাদনের ক্ষতি:

প্রকল্প এলাকার ৬৬.৩% এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকার ৫১.৫% উত্তরদাতা গবাদিপশু এবং খামার ব্যবস্থাপনা বা উৎপাদনে ক্ষতি হয়েছে বলেছেন (সারণী ৫.৫)। মূলত: পশুখাদ্য (৫২.৩%) এবং চারণভূমির অভাবই (৪২.৭%) গবাদিপশু এবং খামার ব্যবস্থাপনা বা উৎপাদনে ক্ষতির প্রধান কারণ (চিত্র ৫.৩)।

**সারণী ৫.৫:** গবাদিপশু এবং খামার ব্যবস্থাপনা বা উৎপাদনের ক্ষতি সম্পর্কিত মতামত

| গবাদিপশু এবং খামারের উৎপাদনে ক্ষতি | প্রকল্প এলাকা | | নিয়ন্ত্রণ এলাকা | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ |
| হ্যাঁ | ১৯৯ | ৬৬.৩ | ১০৩ | ৫১.৫ |
| না | ১০১ | ৩৩.৭ | ৯১ | ৪৫.৫ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| জানা নেই | - | - | ৬ | ৩.০ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** | **২০০** | **১০০.০** |

স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিরাও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঘাস কমে যাওয়ায় গবাদি পশুপালন ব্যাহত হচ্ছে বলে জানান। তবে পরামর্শক দল মাঠপর্যায়ে দেখেন যে, গবাদিপশু, খামার ব্যবস্থাপনা কিংবা ঘাস কমে যাওয়ার সাথে খনির কার্যক্রমের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও অনাবৃষ্টির কারণেও ঘাস কমে যেতে পারে বলে ধারণা করা যায়। পরামর্শক দল বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখেন যে, গবাদিপশুগুলো জীর্ণশীর্ণ, তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার দেয়া যাচ্ছে না। তবে কৃষকেরা উল্লেখ করেন যে, যখন ধান কাটা হবে তখন গো-খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং সেগুলোর অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটবে।

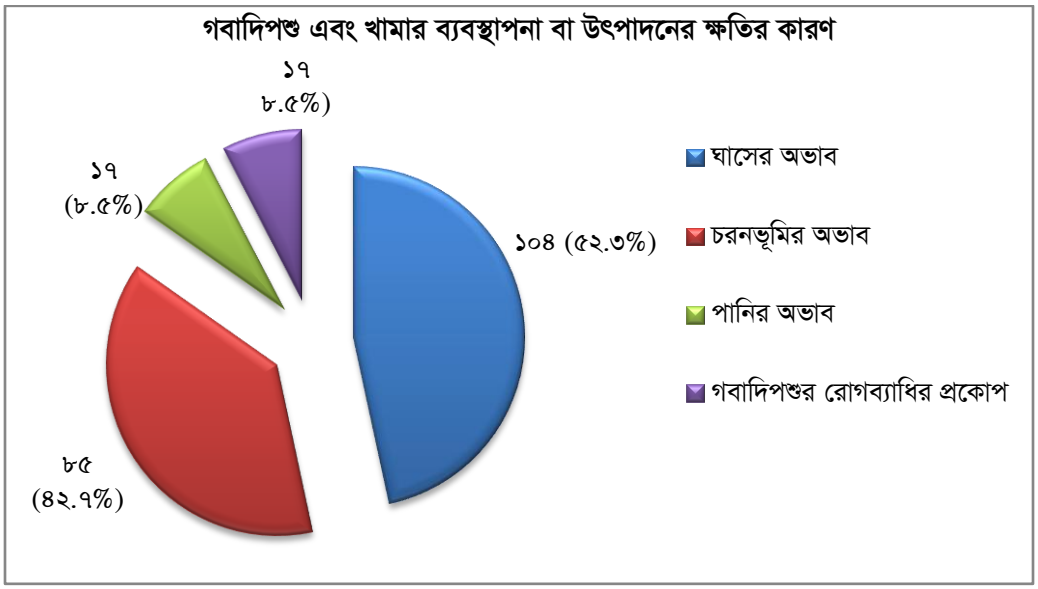


**চিত্র ৫.৩:** গবাদিপশু এবং খামার ব্যবস্থাপনা বা উৎপাদনের ক্ষতির কারণ

## ৫.৬ ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তন:

প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ (৯০.৩%) এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকার সব খানাই বলেছে যে, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তন হয়েছে (সারণী ৫.৬)। প্রকল্প ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার উত্তরদাতাদের যারা ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তনের কথা বলেছেন, প্রায় সবাই পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কথা বলেছেন । স্থানান্তরিত ও স্ব-পুনর্বাসিত খানার নারী ও পুরুষ এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকায় নারী ও পুরুষ সদস্যরা দলীয় আলোচনায় পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এক্ষেত্রে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এনজিও ও স্থানীয় প্রতিনিধিরাও একই বক্তব্য প্রদান করেছেন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বলেছে, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় খরা মৌসুমে পানিসংকট দেখা দেয়। পরামর্শক দল মনে করেন যে, কয়লা উত্তোলনের কারণে খনি পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে।

**সারণী ৫.৬:** ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তন ও এর কারণ সম্পর্কিত মতামত

| **ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ কমেছে** | **প্রকল্প এলাকা** | | **নিয়ন্ত্রণ এলাকা** | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| হ্যাঁ | ২৭১ | ৯০.৩ | ২০০ | ১০০.০ |
| না | ২৯ | ৯.৭ | - | - |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** | **২০০** | **১০০.০** |
| **হ্যাঁ মতামতের ভিত্তিতে ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তনের কারণ** | | | | |
| পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া | ২৪৬ | ৯০.৪ | ১৯৬ | ৯৮.০ |
| টিউবওয়েলে পানিস্বল্পতা | ২৬ | ৯.৬ | ৪ | ২.০ |
| **মোট** | **২৭২** | **১০০.০** | **২০০** | **১০০.০** |

## ৫.৭ পাখির আবাস/সংখ্যায় প্রভাব ও এর কারণঃ

প্রকল্প এলাকার ৬৫.৩% এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকার ৫৭% খানা বলেছে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় পাখির আবাস/সংখ্যায় প্রভাব পড়েছে (সারণী ৫.৭)। দলীয় আলোচনায় ও প্রধান তথ্য সংগ্রহকারীদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরামর্শক দল নিশ্চিত হয়েছে যে, পাখির আবাস কমে যাওয়ার সাথে খনির কার্যক্রমের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে প্রকল্প এলাকায় যারা পাখির সংখ্যায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে বলেছেন, তাদের মধ্যে ৮৯.৩% এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ৮৬.৩% আবাসের অভাবকে বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খাদ্যের অভাব ইত্যাদি পাখির আবাস কমে যাওয়ার কারণ বলে তাঁরা মনে করেন।

**সারণী ৫.৭:** পাখির আবাস/সংখ্যায় প্রভাব ও এর কারণ সম্পর্কিত মতামত

| পাখির আবাস/সংখ্যায় নেতিবাচক প্রভাব | প্রকল্প এলাকা | | নিয়ন্ত্রণ এলাকা | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ |
| হ্যাঁ | ১৯৬ | ৬৫.৩ | ১১৪ | ৫৭.০ |
| না | ১০৪ | ৩৪.৭ | ৮৬ | ৪৩.০ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** | **২০০** | **১০০.০** |
| **হ্যাঁ মতামতের ভিত্তিতে পাখির আবাস/সংখ্যায় প্রভাবের কারণ** | | | | |
| আবাসের অভাব | ১৭৫ | ৮৯.৩ | ৯৫ | ৮৩.৩ |
| তাপমাত্রা বৃদ্ধি | ৭ | ৩.৬ | ৪ | ৩.৫ |
| খাদ্যের অভাব | ৬ | ৩.১ | ২৩ | ২০.২ |
| অন্যান্য | ৮ | ৪.১ | ৬ | ৫.৩ |
| **মোট** | **১৯৬** | **১০০.০** | **১১৪** | **১০০.০** |

বড়পুকুরিয়া প্রকল্পের আওতায় প্রায় মোট ১,৭০,০০০ গাছ অধিগ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে পাখির আবাস আগের চেয়ে কমেছে। তবে ইতি মধ্যে প্রকল্প থেকে বেশ কিছু বনায়ন করার কারণে সেখানে বর্তমানে বনায়ন এলাকায় (সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকায় নয়) পাখির আবাস তৈরি হচ্ছে এবং সচরাচর বিভিন্ন রকমের পাখি দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রকল্প এলাকায় আগে প্রতি একরে ২৭১টি গাছ ছিল, সেখানে বর্তমানে তার প্রায় কাছাকাছি থাকলেও তা প্রধানত নতুন বনায়ন এলাকায় বেশি দেখা যায় তার বাইরের এলাকায় খুব সীমিত পরিমাণ গাছ রয়েছে।

## ৫.৮ বন্য পশুর আবাস/সংখ্যায় প্রভাব ও এর কারণঃ

প্রকল্প এলাকার অর্ধেকেরও বেশি (৫৩.৩%) এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকার ৪৩% খানা বলেছে যে, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় বন্য পশুর আবাস/সংখ্যায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, অর্থাৎ আগের তুলনায় বন্য পশু সচরাচর চোখে পড়ছে না (সারণী ৫.৮)।

**সারণী ৫.৮:** বন্য পশুর আবাস/সংখ্যায় প্রভাব ও এর কারণ সম্পর্কিত মতামত

| বন্য পশুর আবাস/সংখ্যায় নেতিবাচক প্রভাব | প্রকল্প এলাকা | | নিয়ন্ত্রণ এলাকা | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ |
| হ্যাঁ | ১৬০ | ৫৩.৩ | ৮৬ | ৪৩.০ |
| না | ১৪০ | ৪৬.৭ | ১১১ | ৫৫.৫ |
| জানা নেই | - | - | ৩ | ১.৫ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** | **২০০** | **১০০.০** |

পরামর্শক দল মনে করে যে, বন্য পশুর আবাসের জায়গা কমে যাওয়ায় যেমন স্থানীয় বনজ সম্পদ কমে যাওয়া, কম গাছ লাগানো এবং নির্মাণসামগ্রী হিসেবে গাছের ব্যবহার এর প্রধান কারণ। দলীয় আলোচনায় ও প্রধান তথ্য সংগ্রহকারীদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরামর্শক দল নিশ্চিত হয়েছে যে, বন্য পশুর আবাস কমে যাওয়ার সাথে খনির কার্যক্রমের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তবে প্রকল্প এলাকায় যাঁরা বন্য পশুর সংখ্যায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলেছেন, তাঁদের মধ্যে ৯৫.৬% আবাসের অভাবকে বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন (চিত্র ৫.৪)।

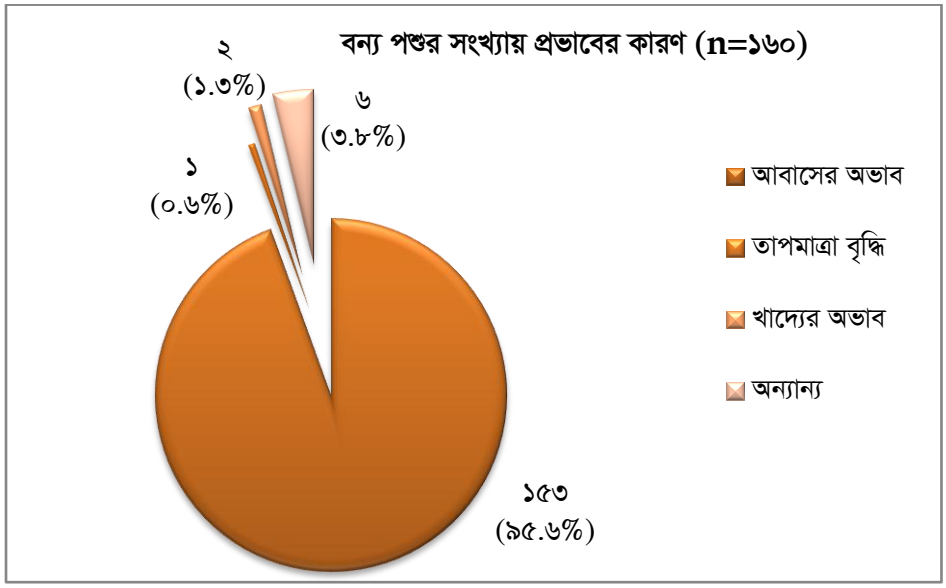


**চিত্র ৫.৪:** বন্য পশুর সংখ্যায় প্রভাবের কারণ

# ষষ্ঠ অধ্যায়

# প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত ভূমিমালিকদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন

## ৬.১ উত্তরদাতাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা:

সমীক্ষায় ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৯.৩% বলেছেন, তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় ভালো হয়েছে, যেখানে ২৭% একই এবং ৫৩.৭% খানার অবনতি হয়েছে (চিত্র ৬.১)। দলীয় আলোচনায় স্থানান্তরিত ও স্ব-পুনর্বাসিত নারী ও পুরুষ সদস্যরা বলেছেন, ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ অর্থ পাওয়ায় সাময়িকভাবে অনেকের অবস্থার পরিবর্তন হলেও কিছুদিন পর আর্থিক অবস্থা আবার একই রকম হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, জমি অধিগ্রহণের ফলে এলাকায় বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কাজের সুযোগ কমে গিয়েছে। এমনকি গবাদিপশু লালন-পালন করতে না পারায় কিছু কিছু পরিবারের আয় আগের তুলনায় কমে গিয়েছে। এই বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ এলাকার ৫৩% খানা মনে করে ক্ষতিগ্রস্তদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা আগের থেকে ভালো এবং ১৪.৫% মনে করে একই রয়েছে।

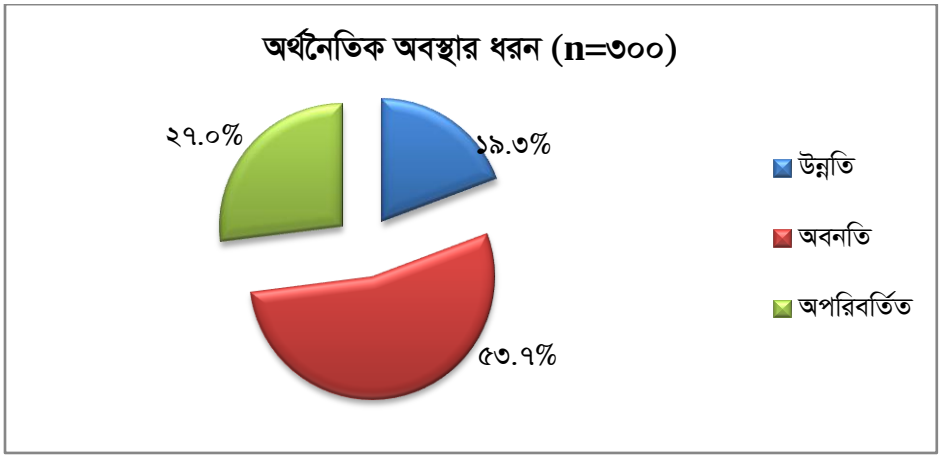


**চিত্র ৬.১:** প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা

**বক্স-১: কেস স্টাডি ১**

প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তদের অনেকে বিভিন্ন ব্যবসা, বাণিজ্যের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন। জমির মালিকরা সবাই পূর্বের চাইতে বেশি জমির মালিক হয়েছেন। অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তদের সামাজিক অবস্থারও উন্নয়ন হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সন্তানদের জন্য বড়পুকুরিয়া স্কুলে বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও স্কুল তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুদান থাকলেও জমির অংশীদাররা ক্ষতিপূরণ বিষয়ে এখনো একমত হতে পারেননি বলে কিছু টাকা আটকে আছে। তবে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য এখন পর্যন্ত পৃথক কোনো হাসপাতাল তৈরি করা হয়নি। প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের মতে, ক্ষতিগ্রস্তরা নিজেরা একত্র হয়ে আলাদা গ্রাম তৈরি করে বসবাস করছেন। তাঁদের দেওয়া তথ্য ও পরামর্শক দলের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মাত্র ১-২ শতাংশ লোক বিক্ষিপ্ত হয়ে আলাদাভাবে বসবাস করছেন। পরামর্শক দল মনে করে, ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক অবনতির পেছনে তাদের নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনায় জ্ঞানের অভাব রয়েছে অর্থাৎ অর্থের সঠিক ব্যবহার তারা করতে পারেনি।

আব্দুর রশিদ একজন মুদি দোকানদার। তাঁর নিকট থেকে ৩২ শতাংশ আবাদি জমি, ৪টি ঘরসহ ৬ শতাংশের ভিটাবাড়ি, ১০-১২টি গাছপালা ও দোকান কয়লাখনি প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জমি ও বসতভিটা বাবদ ৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা এবং দোকান বাবাদ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন তিনি। বর্তমানের তার পরিবার পাকা ঘরে বসবাস করে, যা পূর্বে কাঁচা ঘর ছিল। বর্তমানে তিনি ১৩ শতাংশ ভিটাবাড়ি ও ৩০ শতাংশ আবাদি জমির মালিক। এ ছাড়া পাতিগ্রাম বাজারে তিনি নতুন দোকান তুলে ব্যবসাও চালিয়ে যাচ্ছেন। চার ছেলেমেয়ের মধ্যে ছোট ছেলে ইলেকট্রিকল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে। কোম্পানির দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ছেলের কয়লাখনি প্রকল্পে চাকুরি পাবে, এটাই তাঁর বর্তমান প্রত্যাশা।

এছাড়াও ভূমিহীনদের জন্য বসতবাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা না করলেও তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পেরেছেন। নিয়ন্ত্রণ এলাকার বাসিন্দারা বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকে উপজেলা শহরের কাছাকাছি পুনর্বাসিত হওয়ায় তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধা হয়েছে। তাঁদের মতে, একত্রে অনেক নগদ অর্থ পাওয়ায় বিলাসী জীবন-যাপন করে অনেকেই পরবর্তী সময়ে আর্থিক অভাব, অনটনের সম্মুখীন হয়েছেন।

**বক্স-২: কেস স্টাডি ২**

দিনাজপুরের পাতিগ্রাম গ্রামের বাসিন্দা ৪৫ বছর বয়স্ক ইকরামুল হক পেশায় একজন কৃষক। বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির জন্য তার ৯ শতাংশের বসতবাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়। যৌথ মালিকানার বাড়ি ভাগাভাগি হওয়ায় তিনি ৩ শতাংশ জমি, ৩টি মাটির ঘর, ১টি পাকা দালান এবং ৪-৫ টি গাছের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা পান। ইকরামুল হকের ২০ শতাংশ চাষাবাদের জমি প্রকল্পের আওতায় না পড়ায় তিনি সেখানে বসতবাড়ি স্থাপন করেন এবং ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে আরও ২৫ শতাংশ জমি ক্রয় করেন। ২ মেয়ে, ১ ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে ইকরামুল হকের পরিবার। মেয়েদের একজনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং ছোট ছেলে ও অপর মেয়ে পড়াশুনা করছে। কয়লাখনি স্থাপনের সময় কোম্পানির তরফ থেকে প্রত্যেকটি পরিবার থেকে অন্তত একজনকে চাকরি দেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়। কয়লাখনি হলে এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হবে, এমন আশ্বাস ছিল। কোম্পানিতে ছেলের জন্য একটি চাকরি তার প্রত্যাশা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু।

দলীয় আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো ভিন্ন স্থানে পুনর্বাসিত হওয়ায় নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক কমে গেছে। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান একত্রে পালন অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যৌথ পরিবার ভেঙেছে। এছাড়াও তাঁদের সন্তানদের খেলাধুলার সুযোগ কমে গিয়েছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমিসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সামাজিক বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলে তা দূরে এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম।

## ৬.২ অধিগ্রহণের পর পেশাগত অবস্থার পরিবর্তন:

বর্তমানে প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক ৩৪.৭% কৃষক, ৩০.০% দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৮.৭%, চাকরিজীবী ৮.৭%, রিকশা/ভ্যানচালক ৪.০%, ড্রাইভার ১০.০%, শ্রমিক ২.৩% এবং অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত আছেন ৫.৩% (সারণী ৬.১)। দলীয় আলোচনায় জানা গেছে, দিনমজুর, কৃষক ও অন্যান্য শ্রমিকদের কাজের সুযোগ আগের তুলনায় কমে গিয়েছে। ফলে অনেকে কাজের সন্ধানে শহরমুখী হয়েছেন। সামান্য কিছু ক্ষতিগ্রস্ত লোক কয়লাখনিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন।

**সারণী ৬.১:** অধিগ্রহণের পর উত্তরদাতাদের বর্তমান পেশা

| পেশার ধরন | সংখ্যা | শতাংশ |
|---|---|---|
| কৃষক | ১০৪ | ৩৪.৭ |
| দিনমজুর | ৯০ | ৩০.০ |
| মৎস্যজীবী | ২ | ০.৬ |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী | ২৬ | ৮.৭ |
| চাকরিজীবী | ২৬ | ৮.৭ |
| গবাদিপশু পাখি পালন | ২ | ০.৭ |
| রিকশা/ভ্যানচালক | ১২ | ৪.০ |
| ড্রাইভার | ১৫ | ১০.০ |
| শ্রমিক | ৭ | ২.৩ |
| অন্যান্য | ১৬ | ৫.৩ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০** |

## ৬.৩ খানার উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা:

প্রকল্প এলাকায় ১-২ জন উপার্জনকারী সদস্য রয়েছে, এমন খানা বেশি। এর মধ্যে ১ জন উপার্জনকারী সদস্য রয়েছেন, এমন খানা সর্বাধিক (৭৫.৭%)। ২ জন উপার্জনকারী রয়েছে, এমন খানার সংখ্যা প্রকল্প এলাকার ১৯.৩% (সারণী ৬.২)।

**সারণী ৬.২:** উত্তরদাতা খানার উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা

| উপার্জনকারী সদস্য | সংখ্যা | শতাংশ |
|---|---|---|
| ১ | ২২৭ | ৭৫.৭ |
| ২ | ৫৮ | ১৯.৩ |
| ৩ | ৯ | ৩.০ |
| ৩+ | ৬ | ২.০ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** |

**বক্স-৩: কেস স্টাডি ৩**

পাতিগ্রামের ভূমিহীন বাসিন্দা ফুলমতি বেগমকে কোম্পানি ক্ষতিপূরণ বাবদ সর্বমোট ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করেছে। ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে আবাদি জমি বন্ধক নিয়েছে তাঁর পরিবার। বর্তমানে তিনি ও তাঁর পরিবার কোম্পানির আবাসন প্রকল্পে বসবাস করছেন। তার স্বামী ভ্যান চালনার পাশাপাশি মৌসুমি আবাদে কাজ করে থাকেন, আর ছেলেরা ক্ষুদ্র ব্যবসায় জড়িত। ক্ষতিপূরণের টাকা যথাযথভাবে ব্যবহারের পরও তার আথসামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে এবং পূর্বের ন্যায় অনটনের মধ্যে দিয়েই চলছে তাঁর সংসার। কোম্পানির দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর কোনো ছেলের জন্য খনিতে চাকরির ব্যবস্থা করা হলে স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে পারবেন বলে আশা করেন তিনি।

**বক্স-৪ কেইস স্টাডি-৪**

অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী মোজাম্মেল হকের সংসার চলে

পরামর্শক দল মনে করে, সমীক্ষার প্রতিটি খানাতে ন্যূনতম একজন উপার্জনকারী সদস্য রয়েছেন, যাঁদের সকলে প্রায় পুরুষ এবং বয়সের দিক থেকে ৫০ বছরের নিচে। ফলে আর্থিক বিবেচনায় সবাই মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছেন। সমীক্ষায় দেখা যায়, বেশির ভাগ পরিবারের সদস্যদের গড় শিক্ষাগত যোগ্যতা কেবল প্রাইমারি (৩৭.০%), তারপর সেকেন্ডারি (৩২.৩%) আর নিরক্ষর (২৫.৩%) । সুতরাং প্রকল্পের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা, নারীদের জন্য খানাভিত্তিক হস্তশিল্পমূলক প্রকল্প চালু করলে তাঁদের উপার্জন ক্ষমতা বাড়বে বলে ধারণা করা যায়।

পেনশনের টাকায় ও ছেলেদের আয়ের মাধ্যমে। কয়লাখনির জন্য পাতিগ্রামের এই বাসিন্দার ১৫ শতক বসতবাড়ি, ২ বিঘা আবাদি জমি, ১৭টি গাছ, ৬টি ঘর ও ১টি দিঘি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ বাবদ তিনি পেয়েছেন ১৫ লাখ ৪২ হাজার টাকা। বসবাসের জন্য পাকা দালান, জমি ক্রয় ও চিকিৎসা ব্যয় মেটানো ছাড়াও ক্ষতিপূরণের কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রেখেছেন মোজাম্মেল হক। কয়লাখনি স্থাপনের আগে এলাকায় অনেক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও এলাকাবাসীর সার্বিক আর্থসামাজিক অবস্থার আরও পরিবর্তন আশা করেছিলেন। তার প্রত্যাশা হলো, যে উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার কয়লাখনি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, তা যেন সফলভাবে বাস্তবায়ন করে এবং কোম্পানির পক্ষ থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে পাতিগ্রামসহ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলোকে আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করে এবং সকলের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন ঘটায়।

## ৬.৪ খানার মাসিক আয় ও ব্যয়ঃ

সমীক্ষায় পাওয়া যায় যে, ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে কম আয়ের (৫০০০ টাকার নিচে) মাত্র ১৫.৮% অবস্থার উন্নতি হয়েছে (সারণী ৬.৩), বাকিদের মধ্যেও উন্নতির কথা উল্লেখ করেছেন খুব কমসংখ্যক। তবে সরেজমিনে পরামর্শকরা যা দেখতে পেয়েছেন, তাতে বোঝা যায় যে, বেশি আয়ের লোকেরা অনেক বেশি সম্পদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন কারণ তারা বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, যা দিয়ে জমিজমাসহ বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ করেছেন। সমীক্ষায় পাওয়া যায় যে, ক্ষতিগ্রস্তদের গড় মাসিক আয় ১১,৩৪৭ টাকা এবং ব্যয় ৯৯৯৮ টাকা, যেখানে নিয়ন্ত্রণ এলাকার গড় মাসিক আয় ১১৫৯২ টাকা এবং গড় মাসিক ব্যয় ১০৫৭০ টাকা (চিত্র ৬.২)। অর্থাৎ প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের আয় নিয়ন্ত্রণ এলাকার চেয়ে এখনো কম, যার অর্থ হচ্ছে তাদের যে আর্থিক ঝাঁকুনি হয়েছিল, তা তারা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

**সারণী ৬.৩:** উত্তরদাতা খানার মাসিক আয়-ব্যয়

| আয়ের শ্রেণিভিত্তিক পরিবর্তন | উন্নতি | | অবনতি | | অপরিবর্তিত | | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ | |
| <৫০০০.০০ | ৬ | ১৫.৮ | ২০ | ৫২.৬ | ১২ | ৩১.৬ | ৩৮ (১০০) |
| ৫০০১.০০ - ১০০০০.০০ | ২৭ | ১৯.১ | ৭৭ | ৫৪.৬ | ৩৭ | ২৬.২ | ১৪১ (১০০) |
| ১০০০১.০০ - ১৫০০০.০০ | ১৭ | ২১.৫ | ৪১ | ৫১.৯ | ২১ | ২৬.৬ | ৭৯ (১০০) |
| ১৫০০১.০০ - ২০০০০.০০ | ৬ | ২৫ | ১৪ | ৫৮.৩ | ৪ | ১৬.৭ | ২৪ (১০০) |
| ২০০০+ | ২ | ১১.১ | ৯ | ৫০.০ | ৭ | ৩৮.৯ | ১৮ (১০০) |
| **মোটঃ** | **৫৮** | - | **১৬১** | - | **৮১** | - | **৩০০ (১০০)** |

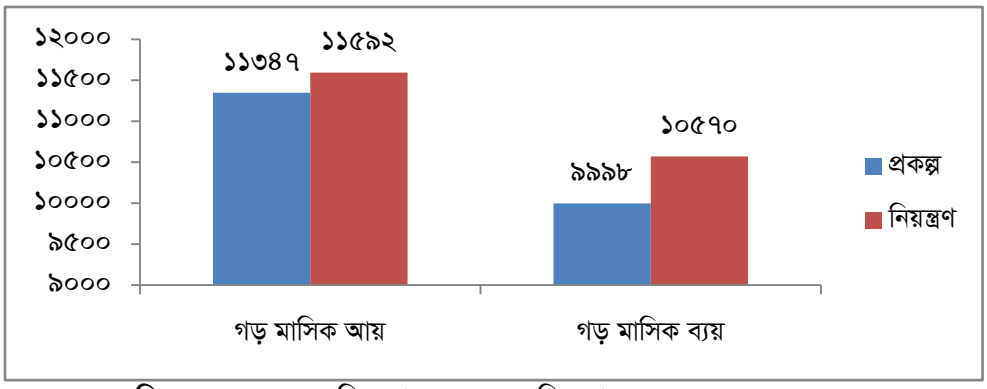


**চিত্র ৬.২:** প্রকল্প ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার মাসিক গড় আয় ও ব্যয়ের তুলনা

## ৬.৫ শিক্ষাগত অবস্থা:

সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতাদের ৩৭% প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে, যেখানে ২৫.৩% নিরক্ষর, ৩২.৩% মাধ্যমিক, ৩.৭% উচ্চমাধ্যমিক এবং ১.৭% স্নাতক করেছে। অন্যদিকে, নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ৩৫% পাওয়া গিয়েছে প্রাথমিক, ২৭% নিরক্ষর, ২৫% মাধ্যমিক, ৬.৫% উচ্চমাধ্যমিক এবং একই পরিমাণ স্নাতক (চিত্র ৬.৩) ।

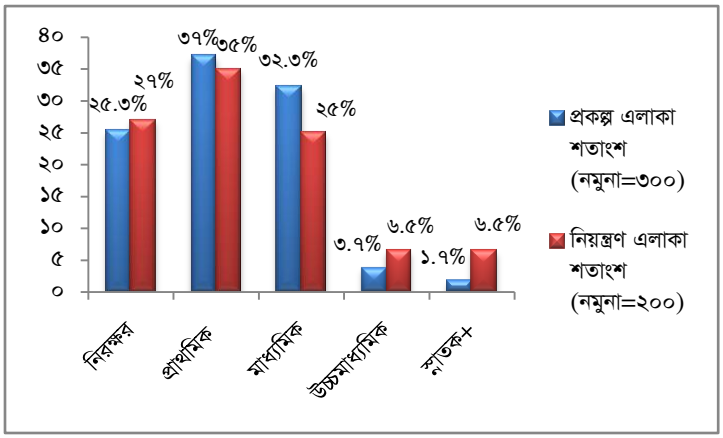


**চিত্র ৬.৩ :** প্রকল্প ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার খানাসমূহের শিক্ষাগত অবস্থা

পাস

# সপ্তম অধ্যায়

# ভূমিহীন দরিদ্র ও অসহায় কৃষকদের পুনর্বাসনব্যবস্থায় প্রকল্পের ভূমিকা

## ৭.১ কোম্পানি থেকে সহায়তার ধরন:

প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে কোম্পানি সিএসআর থেকে (বর্তমান প্রকল্প থেকে নয়) সহায়তা করা হয়েছে, যার অর্থ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মাধ্যমে ঘরবাড়ি তৈরিসহ প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদানে ব্যয় হয়েছে। কিন্তু সমীক্ষায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাত্র ২.৩% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাঁরা কোম্পানির সিএসআর থেকে সহায়তা পাননি। সহায়তার ধরন হিসেবে তাঁদের সবাই আবাসনের কথা বলেছেন। এছাড়া ৯৯% বলেছেন, তাঁরা কোনো শিক্ষাসংক্রান্ত সহায়তা পাননি, প্রায় সবাই (৯৯.৭%) বলেছেন, কোনো ধরনের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সহায়তাও পাননি এবং২২.৩% বলেছেন সরকারি/সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম থেকে সহায়তা পেয়েছেন, যার মধ্যে খাদ্য সহায়তা প্রধান (সারণী ৭.১)।

**সারণী ৭.১:** কোম্পানি থেকে সহায়তার ধরন

| মতামত | সিএসআর থেকে সহায়তা | | শিক্ষাসংক্রান্ত সহায়তা | | স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সহায়তা | | সরকারি/সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম থেকে সহায়তা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ |
| হ্যাঁ | ২৯৩ | ৯৭.৭ | ৩ | ১.০ | ১ | ০.৩ | ৬৭ | ২২.৩ |
| না | ৭ | ২.৩ | ২৯৭ | ৯৯.০ | ২৯৯ | ৯৯.৭ | ২৩৩ | ৭৭.৭ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** | **৩০০** | **১০০.০** | **৩০০** | **১০০.০** | **৩০০** | **১০০.০** |

প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে এনজিও ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা বলেছেন, দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র চাষিরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবে বেশি জমির মালিকরা ক্ষতিপূরণ থেকে বেশ লাভবান হয়েছেন। ভূমিহীনরা আশ্রয়কেন্দ্রে জায়গা পেলেও প্রান্তিক চাষিরা (অল্প জমির মালিক) এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অন্যত্র পুনর্বাসিত হওয়ায় তাদের কাজের অভাব দেখা দিয়েছে। পুনর্বাসিত জনগোষ্ঠী সামজিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দলীয় আলোচনাতেও একই তথ্য দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার উত্তরদাতারা। তাঁরা বলেছেন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলোর কারও কারও বাসস্থান পর্যন্ত নেই এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ অন্যস্থলে বাড়িঘর নির্মাণ ও আবাদি জমি ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তারা আরও বলেছেন, অনেকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেরিতে পেয়েছেন, যা তাদের পুনর্বাসনকাজকে মন্থর করেছে। এছাড়াও পুনর্বাসন এলাকায় গবাদিপশু লালন-পালনের সুযোগ পূর্বের জায়গার তুলনায় অনেক কম ছিল। উল্লেখ্য ভূমিহীন (১০ শতাংশের কম জমির মালিক) জনগোষ্ঠীকে সরকার, নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা অন্য এলাকায় নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারেন, বলেছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। এছাড়াও সিএসআর থেকে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদের ২০-২৫ হাজার টাকা নগদ অর্থ সাহায্য দেয়া হয়েছে।

## ৭.২ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি:

### ৭.২.১ জমি অধিগ্রহণ:

প্রকল্প এলাকায় সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা তাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে (২৭৮ জন উত্তরদাতা) বলে বলেছেন। সর্বনিম্ন ০.৫০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৩০০০ শতাংশ পর্যন্ত গড়ে প্রায় ৭৪.৫ শতাংশ করে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৭ জনের গড়ে ০.৮৩টি দোকান; ২৯.৬টি গাছ ও ৮.৬ শতাংশ পুকুর অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আওতায় আসে (সারণী ৭.২)।

**সারণী ৭.২:** বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি প্রকল্পের দ্বারা অধিগ্রহণকৃত সম্পদ

| সম্পদ | সংখ্যা | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | গড় |
|---|---|---|---|---|
| জমি (শতাংশ) | ২৭৮ | ০.৫ | ৩০০০.০ | ৭৪.৫ |
| বসতবাড়ি (সংখ্যা) | ২২৯ | ১.০ | ১৪.০ | ২.৫ |
| দোকান (সংখ্যা) | ৩৭ | ১.০ | ২০.০ | ০.৮৩ |
| গাছ (সংখ্যা) | ২০১ | ১.০ | ৯২০.০ | ২৯.৬ |
| পুকুর (শতাংশ) | ৪০ | ১.০ | ৪০.০ | ৮.৬ |

### ৭.২.২ জমি, ঘরবাড়ি এবং গাছপালার ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি:

প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতাগণের মধ্যে ৬৪.৩% বলেছেন, তারা তাদের জমির সঠিক মূল্য পেয়েছেন; ৬০.৭% বলেছেন, তারা তাদের ঘরবাড়ির সঠিক মূল্য পেয়েছেন এবং ৫০.৩% বলেছেন, তারা তাদের গাছপালার সঠিক মূল্য পেয়েছেন।

উত্তরদাতাদের সকলের সব বিষয়ে ক্ষতি হয়নি বিধায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে সারণীতে উল্লেখ আছে (সারণী ৭.৩)।

**সারণী ৭.৩:** জমি, ঘরবাড়ি এবং গাছপালার সঠিক মূল্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত মতামত

| মূল্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত মতামত | জমির সঠিক মূল্য প্রাপ্তি | | ঘরবাড়ির সঠিক মূল্য প্রাপ্তি | | গাছপালার সঠিক মূল্য প্রাপ্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ |
| হ্যাঁ | ১৯৩ | ৬৪.৩ | ১৮২ | ৬০.৭ | ১৫১ | ৫০.৩ |
| না | ৮৩ | ২৭.৭ | ৪৭ | ১৫.৭ | ৬০ | ২০.০ |
| প্রযোজ্য নয় | ২৪ | ৮.০ | ৭১ | ২৩.৭ | ৮৯ | ২৯.৭ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** | **৩০০** | **১০০.০** | **৩০০** | **১০০.০** |

প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, জমি, বসতবাড়ি, গাছ ও অন্যান্য সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করেই ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। একরপ্রতি ২০-২৫ লক্ষ টাকা হিসাবে জমির মূল্য নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছিল যা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি। এছাড়া ভূমিহীনদের জন্য ২ লক্ষ টাকা করে বিশেষ পুর্নবাসন অনুদান দেওয়া হয়েছে। মোট অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ৬২৬.৩৬ একর। প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের দাবি ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্যোগ পুরোপুরি সফল, ক্ষতিগ্রস্ত সকলেই ক্ষতিপূরণ বুঝে পেয়েছেন, তবে এলএও অফিসের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, কিছু লোক এখনো বিভিন্ন কারণে ক্ষতিপূরণের টাকা নিতে পারেননি।

অন্যদিকে, এনজিও ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা বলেছেন, জমি ও অবকাঠামোর মূল্য নির্ধারণে ক্ষতিগ্রস্তরা সন্তুষ্ট ছিল না। ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে অর্থ দেয়া হয়েছে, তা দিয়ে অনেকেই জমি কিনতে পারেননি। কিছু জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ থাকায় এখনো ক্ষতিপূরণ দেয়া সম্ভব হয়নি। অনেকের অর্ধেক বাড়ি প্রকল্প এলাকার আওতায় পড়ায় তাদেরকে অর্ধেক ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। ক্ষতিপূরণ ও অধিগ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত সবার সঙ্গে আলোচনা করে নেয়া হয়নি।

ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে দলীয় আলোচনায় তাঁরা বলেছেন, বসতবাড়ির পরিবর্তে তারা বাড়ি ও জমির পরিবর্তে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। কারও কারও ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত ছিল না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তারা সম্পদ ও অবকাঠামোর নায্য মূল্য পাননি। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ এলাকায় মানুষজন বলেছেন যে, ক্ষতিগ্রস্তরা বাড়ি ও জমির সঠিক মূল্য পেয়েছেন এবং বরাদ্দকৃত ক্ষতিপূরণ মোটামুটিভাবে সঠিক ছিল, তবে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ স্থানীয়রা সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে কিনা তা তদারকি করার দরকার ছিল প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের।

## ৭.৩ অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত জমির মূল্যের সম্পর্ক:

কাইস্কয়ার টেস্টের (Chi-Square Test) মাধ্যমে দেখা যায় যে, ক্ষতিগ্রস্তদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের বা পরিবর্তনের সাথে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত জমির মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ নাল হাইপোথিসিস গ্রহণযোগ্য ($X^2$(৪, $N$ = ৩০০) = ৮.৯৮৪, p=০.০৬১) (সারণী ৭.৪) ।

**সারণী ৭.৪:** অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত জমির মূল্যের সম্পক

| Chi-Square Tests | | | |
|---|---|---|---|
| | **Value** | **df** | **Asymp. Sig. (2-sided)** |
| Pearson Chi-Square | 8.984[a] | 4 | 0.061 |
| Likelihood Ratio | 9.262 | 4 | 0.055 |
| Linear-by-Linear Association | 0.004 | 1 | 0.950 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N of Valid Cases | 300 | | |
| a. 1 cells (11.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.64. | | | |

## ৭.৪ অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত ঘরবাড়ির মূল্যের সম্পর্কঃ

কাইস্কয়ার টেস্টের মাধ্যমে দেখা যায় যে, ক্ষতিগ্রস্তদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের বা পরিবর্তনের সাথে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত ঘরবাড়ির মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ নাল হাইপোথিসিস গ্রহণযোগ্য ($X^2(৪, N = ৩০০)$ = ৮.১৪৯, p=০.০৮৬) (সারণী ৭.৫)।

**সারণী ৭.৫:** অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত ঘরবাড়ির মূল্যের সম্পর্ক

| Chi-Square Tests | | | |
|---|---|---|---|
| | **Value** | **df** | **Asymp. Sig. (2-sided)** |
| Pearson Chi-Square | 8.149[a] | 4 | 0.086 |
| Likelihood Ratio | 8.812 | 4 | 0.066 |
| Linear-by-Linear Association | 0.527 | 1 | 0.468 |
| N of Valid Cases | 300 | | |
| a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.09. | | | |

## ৭.৫ অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত গাছের মূল্যের সম্পর্কঃ

কাইস্কয়ার টেস্টের মাধ্যমে দেখা যায় যে, ক্ষতিগ্রস্তদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের বা পরিবর্তনের সাথে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত গাছের মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ নাল হাইপোথিসিস গ্রহণযোগ্য ($X^2(৪, N = ৩০০)$ = ৬.২৬৮, p=০.১৮০) (সারণী ৭.৬)।

**সারণী ৭.৬:** অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত গাছের মূল্যের সম্পর্ক

| Chi-Square Tests | | | |
|---|---|---|---|
| | **Value** | **df** | **Asymp. Sig. (2-sided)** |
| Pearson Chi-Square | 6.268[a] | 4 | 0.180 |
| Likelihood Ratio | 7.193 | 4 | 0.126 |
| Linear-by-Linear Association | 0.002 | 1 | 0.961 |
| N of Valid Cases | 300 | | |
| a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.60. | | | |

অর্থনৈতিক অবস্থার ধরনের সাথে প্রাপ্ত জমি, ঘরবাড়ি ও গাছের মূল্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। যা দ্বারা বোঝা যায় যে, জমি, ঘরবাড়ি ও গাছের মূল্যে পাওয়া সত্ত্বেও তা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিংবা পরিবর্তনে বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি।

## ৭.৬ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত টাকা ও এর ব্যবহারঃ

প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ সর্বনিম্ন ২০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়েছেন, যা গড়ে প্রায় ১০,৭১১,৭৯ টাকা। প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতাগণের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকার একাধিক ব্যবহার পাওয়া গেছে। সর্বাধিক (৪৬% ক্ষেত্রে) জমি ক্রয় বা বন্ধক নেয়া, তারপর ৪১.৩% ক্ষেত্রে ঘরবাড়ি নির্মাণ। এছাড়া ৩৮.৭% ক্ষেত্রে

অন্যান্য তথা সংসারের খরচ, ঋণ শোধ করা, গবাদিপশু এবং যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি করার তথ্য পাওয়া গেছে (সারণী ৭.৭)। একজন ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে তা দিয়ে মোটরসাইকেল কিনে তা বেপরোয়াভাবে চালিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন।

**সারণী ৭.৭:** ক্ষতিপূরণের টাকা ব্যয়ের খাত

| ব্যয়ের খাত | প্রকল্প এলাকা | |
|---|---|---|
| | সংখ্যা* | শতাংশ |
| জমি ক্রয় | ১৩৮ | ৪৬.০ |
| ব্যাংকে সঞ্চয় | ৫১ | ১৭.০ |
| মেয়ের বিয়ে বাবদ ব্যয় | ৩২ | ১০.৭ |
| বসতবাড়ি নির্মাণ | ১২৪ | ৪১.৩ |
| চিকিৎসা বাবদ ব্যয় | ১৫ | ৫.০ |
| ক্ষুদ্র ব্যবসা/দোকান ক্রয় | ১৩ | ৪.৩ |
| অন্যান্য পারিবারিক খাতে ব্যয় (সাংসারিক ব্যয়, গবাদিপশু ক্রয়, ঋণ পরিশোধ) | ১১৬ | ৩৮.৭ |
| **মোট** | **৪৮৯** | **১৬৩.০** |

* একাধিক উত্তর

# অষ্টম অধ্যায়

## প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ

প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তারা বলেছেন, বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের আগে ও পরে পরিবেশ, কৃষি ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বতঃস্ফূর্ত কোনো অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। তবে কৃষিতে ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের সময়ে এলাকার কৃষিবিভাগকে জড়িত করা হয়েছিল। তারা কৃষির সম্ভাব্য ক্ষতির একটি সমীক্ষা করে কয়লাখনি প্রকল্প কর্মকর্তাদের নিকট দিয়েছিল। আবার একইভাবে গাছপালার ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের সময়ে এলাকার বনবিভাগকে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। তারা গাছের সম্ভাব্য ক্ষতির একটি সমীক্ষা করে কয়লাখনি প্রকল্প কর্মকর্তাদের নিকট দিয়েছিল। একইভাবে কাঠামোর ক্ষতি নির্ধারণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে, এ প্রকল্পের পরিবেশগত কোনো সমীক্ষা করা হয়নি বা কোনো ছাড়পত্রও নেয়া হয়নি। কারণ মূল প্রকল্পটি জাতীয় পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্প ও আশেপাশের এলাকার ওপর কয়লাখনির প্রভাব নিরীক্ষা অথবা পরিদর্শনের কোনো ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি। প্রতিবছর এই কয়লাখনি প্রকল্পের পরিবেশগত নিয়ম মেনে চলার (কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট) ওপর একটি প্রতিবেদন জমা দেয়ার কথা থাকলেও সেটিও দেয়া হয় না।

তবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আগে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে দফায় দফায় প্রকল্প কর্মকর্তাদের বৈঠক হয় এবং তাঁদের সাথে পরামর্শ করে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এলাকার জনপ্রতিনিধিদের প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সময়ে জড়িত করা হয়, যেমন ভূমিহীন নির্ধারণে।

প্রকল্প কর্মকর্তারা বলেছেন, বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি প্রকল্প অন্যতম ব্যতিক্রমধর্মী সফল প্রকল্পের একটি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক ক্ষতিপূরণের চেক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে প্রদান করা হয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করেন এবং এখনো ক্ষতিগ্রস্তদের কিছু কিছু সমস্যার সমাধানে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন।

## নবম অধ্যায়

# ক্ষতিগ্রস্তদের স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসন ও আত্মকর্মসংস্থানে প্রকল্পের ভূমিকা

### ৯.১ অধিগ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে আলোচনাঃ

প্রকল্প ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার সকল উত্তরদাতাই বলেছেন, প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত সব জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় এবং স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসিত হয়েছেন। প্রকল্প এলাকার ৮০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তাঁদের সাথে অধিগ্রহণের পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে (সারণী ৯.১(ক))। যা থেকে তাদের স্বেচ্ছায় পুনর্বাসিত হওয়া সম্পর্কে ধারণা করা যায় বলে পরামর্শক দল মনে করে। স্থানীয় অধিবাসীদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি, কর্মস্থল ও পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে। পরিচিত পরিবেশ থেকে স্থানান্তরের ক্ষতি মেটানো সম্ভব না হলেও ক্ষতিগ্রস্তরা সকলেই যে পরিমাণ জমি হারিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি জমি কিনতে সক্ষম হয়েছেন বলে দাবি প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের। দলীয় আলোচনায় প্রকল্প ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার নারী ও পুরুষ সদস্যরা সহমত পোষণ করে বলেছেন যে, কিছু কিছু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে অসন্তোষ থাকলেও প্রায় সবাই তার পাওনা বুঝে নিয়ে অন্যত্র পুনর্বাসিত হয়েছেন।

**সারণী ৯.১ (ক):** অধিগ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে আলোচনা সম্পর্কিত মতামত

| আলোচনা সম্পর্কিত মতামত | সংখ্যা | শতাংশ |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ২৪০ | ৮০.০ |
| না | ৬০ | ২০.০ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** |

অধিগ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কয়েকবার আলোচনা করেছিলেন। এই বিষয়ে সমীক্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার উত্তরদাতাগণ একাধিক উত্তর দিয়েছেন। প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতাগণ সর্বাধিক (৭৭.১% ক্ষেত্রে) ক্ষতিপূরণ নিয়ে, তারপর আবাসন (২৮.৮% ক্ষেত্রে) নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন (সারণী ৯.১(খ))। এছাড়াও কর্মসংস্থান, জমি অধিগ্রহণ, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলো আলোচনায় গুরুত্ব পায়। এনজিও ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, অধিগ্রহণের পূর্ব থেকে তারা খনি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার নিয়ে সচেতন ছিল। তারা এলাকার জনসাধারণকে খনির গুরুত্ব বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে অধিগ্রহণ, পরবর্তী বিষয়গুলো (যেমন নতুন আবাসস্থলে ল্যাট্রিন তৈরি, পানির সুব্যবস্থা ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানপ্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে ছিলেন। তাঁরা আরও বলেছেন, ক্ষতিপূরণের সময় কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিবেচনা না করায় পুনর্বাসনস্থলে কাজের অভাব দেখা গিয়েছে।

**সারণী ৯.১ (খ):** অধিগ্রহণের পূর্বে আলোচনার বিষয়সমূহ

| বিষয়সমূহ | সংখ্যা* | শতাংশ |
|---|---|---|
| ক্ষতিপূরণ বিষয়ে | ১৮৫ | ৭৭.১ |
| কর্মসংস্থান বিষয়ে | ৩১ | ১২.৯ |
| জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে | ৩২ | ১৩.৩ |
| আবাসন বিষয়ে | ৬৯ | ২৮.৮ |
| অন্যান্য (মসজিদ, স্কুল ও সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা বিষয়ে) | ৮ | ৩.৩ |

| | | |
|---|---|---|
| **মোট** | **৩২৫** | **১৩৫.৪** |

* একাধিক উত্তর

## ৯.২ ক্ষতিগ্রস্তদের অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা:

সমীক্ষায় পাওয়া যায় যে, প্রকল্প এলাকার ৯২.৭% উত্তরদাতা অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন এবং তাঁদের মধ্যে সবাই খনি থেকে কয়লা উত্তোলনকে অধিগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন (সারণী ৯.২)। পরামর্শক দল মনে করেন, এই বিষয়টিও ক্ষতিগ্রস্তদের স্ব-পুনর্বাসিত হতে সহায়তা করেছে।

**সারণী ৯.২:** অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কিত মতামত

| ধারা সম্পর্কিত মতামত | সংখ্যা | শতাংশ |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ২৭৮ | ৯২.৭ |
| না | ২২ | ৭.৩ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** |

## ৯.৩ ক্ষতিগ্রস্তদের আত্মকর্মসংস্থানে প্রকল্পের ভূমিকা:

সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রকল্প এলাকার ৮৮% খানা কর্মসংস্থান পায়নি। বাকি ১২% বলেছেন, তাঁরা প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে আয় করার সুযোগ পেয়েছেন। সমীক্ষায় আরও পাওয়া যায় যে, মোট ৩৬ জন এই প্রকল্পে কাজ পেয়েছেন (সারণী ৯.৩)। প্রকল্পে চাকরি পাওয়া না পাওয়া নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার উত্তরদাতাদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। দলীয় আলোচনায় ক্ষতিগ্রস্তরা বলেছেন, খনিতে হাতে গোনা কয়েকজন নিচু পদে শ্রমিক হিসেবে কাজ পেয়েছেন এবং চাকরিপ্রাপ্তদের মধ্যে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সংখ্যা বেশি। তারা আরও বলেছেন, যারা প্রকল্পের লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন তারা চাকরি পেয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, প্রকল্প এলাকা থেকে পাশ্ববর্তী অন্য এলাকার লোকজনকে বেশি চাকরি দেওয়া হয়েছে। পরামর্শক দল মনে করে যে, আত্মকর্মসংস্থানে সরাসরি প্রকল্পটি সামান্য ভূমিকা রাখলেও বাজারমূল্যের চেয়ে প্রায় ২-৩ গুণ বেশি অর্থ ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদান করা হয়েছিল, যা দিয়ে তারা কোনো না কোনো আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করেছে।

**সারণী ৯.৩:** ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কর্মসংস্থান সম্পর্কিত মতামত

| কর্মসংস্থান সম্পর্কিত মতামত | সংখ্যা | শতাংশ |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ৩৬ | ১২.০ |
| না | ২৬৪ | ৮৮.০ |
| **মোট** | **৩০০** | **১০০.০** |
| **হ্যাঁ মতামতের ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের সংখ্যা** | | |
| **১** | ৩২ | ১০.৭ |
| ২ | ৪ | ১.৩ |
| **মোট** | **৩৬** | **১২.০** |

# দশম অধ্যায়
# মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণ

সমীক্ষাটি পরিচালনার জন্য পরামর্শক দলের সদস্য পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ, দলনেতা, এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞসহ সিনিয়র তথ্য সংগ্রহকারীরা ব্যাপকভাবে মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণের সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রকল্পের আওতায় মোট ৬২৬.৩৬ একর জমি অধিগ্রহণ ও গ্রহণ করা (মসজিদ, কবরের স্থানের জায়গাসহ যা অধিগ্রহণ করা যায় না), ২০০০বসতঘরসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া, ১৭০,০০০ গাছগাছালির দাম প্রদান, ২৭৬টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণ, এই জমির ফসলের ক্ষতিপূরণ দেয়া এবং ২৯৫ জন ভূমিহীনকে পুনর্বাসনের জন্য প্রতিজনকে ২ লক্ষ টাকা করে অতিরিক্ত অনুদান দেয়া হয়। প্রকল্প এলাকায় শুধু কৃষি এবং বসতবাড়ির জমি অধিগ্রহণ করা হয়, কোনো বাণিজ্যিক জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি কারণ অধিগ্রহণকৃত এলাকাটি মূলত গ্রাম এলাকা। আগে সে এলাকাটি ছিল বাংলাদেশের আর দশটি গ্রাম এলাকার মতো। অধিগ্রহণকৃত জমির ২০১ একরের মতো জায়গা ইতিমধ্যে অবনমন হয়ে বিরাট দিঘির আকার ধারণ করেছে। বাকি জমিগুলো এখনো অবনমন হয়নি, সেখানে গাছপালা ও ফসল দেখতে পাওয়া যায়। কিছু রাস্তা এবং স্কুল-কলেজ এখনো দাঁড়িয়ে আছে তবে তার অনেক জায়গায় ফাটল ধরেছে। সব এলাকার মাটির নিচ থেকে এখনো কয়লা উত্তোলন করা হয়নি তাই কিছু এলাকা আগের মতোই রয়েছে।

যেসব জমি এখনো অবনমন হয়নি, সেসব জমি পড়ে আছে বিধায় পূর্বতন কিছু মালিক এখনো আবাদ করছেন। তবে তা প্রকল্পের কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি করছে না। মোট ২৯৫ জন ভূমিহীন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন তবে আরও ৩-৪ জন ব্যক্তি ভূমিহীন হিসেবে বাদ পড়েছেন বলে দাবি করেন, তবে তাদের দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি।

এ প্রকল্পের আওতায় কবরস্থান ও মসজিদের জমির ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। প্রকল্প এলাকায় মোট ৬টি মসজিদ ছিল এবং বেশ কিছু ব্যক্তিগত কবরস্থান ছিল। ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী এগুলো অধিগ্রহণ করা যায় না। কিন্তু এগুলো প্রকল্প এলাকা থেকে বাদ দেয়া সম্ভব ছিল না। তাই মসজিদ কমিটি এবং কবরস্থানের জায়গায় মালিকদের সাথে আলাপ করে তাঁদের জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। কিন্তু সে টাকা দিয়ে সকলে এখনো মসজিদ বা কবরস্থান তৈরি করেননি।

গাছগাছালির দাম সকলে পেয়েছেন। যারা নতুন জায়গা কিনে বাড়ি করেছেন, তারা অনেক বেশি গাছ লাগিয়েছেন আর যারা সেভাবে পুর্নবাসিত হননি, তাঁরা তেমন গাছ লাগাননি। ফলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় মোট গাছের পরিমাণ আগের চেয়ে বেশি মনে হয়েছে। বিশেষ করে সম্প্রতি মানুষের মধ্যে ফলের গাছ লাগানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ এখন তা নিজে খেয়ে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় মোট গাছের পরিমাণ প্রায় আগের মতো আছে।

ব্যবসার ক্ষতিপূরণ পেয়ে অনেকে আগের চেয়ে বেশি ব্যবসার সাথে জড়িত হয়েছেন, তারা বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগ করেছেন। বিশেষ করে ধনী ব্যক্তিরা জমির দাম ৩-৪ গুণ বেশি পাওয়ার কারণে অনেকে আগের চেয়ে বেশি জমি কিনতে পেরেছেন।

খনির কার্যক্রম বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয়। খনি এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি মূলত বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হয়েছে। খনির বাইরের এলাকায় অধিকহারে গাছপালা লাগানো হয়েছে, খনি এলাকায় কর্তৃপক্ষ অনেক গাছ লাগিয়েছেন, ফলমূলের ফলন খনির বাইরের এলাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে, পুকুরে মাছের পরিমাণ খনি এলাকায় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ ২০১ একরের মতো জমি দেবে যাওয়ায় বিরাট জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে প্রতিবছর প্রকল্প

কর্তৃপক্ষ এবং মৎস্য অধিদপ্তর মাছের পোনা অবমুক্ত করে থাকেন। দেবে যাওয়া এলাকার ৩ একর জমিকে মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করে। ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকেরা সেখান থেকে মাছ ধরেন। খনি এলাকার জমি দেবে যাওয়ায় ফসলি জমি নষ্ট হয়েছে, যার ফলে শস্যের উৎপাদন কিছুটা কমে গেছে।

এছাড়াও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়ায় খরার প্রবণতা, মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট এবং কয়লা উত্তোলনের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় প্রকল্প সংযুক্ত এলাকায় পুকুরে মাছের পরিমাণ, শস্যের ফলন, গবাদিপশুর স্বাস্থ্য ও গাছপালার কিছু ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে মনে হয়েছে। পার্শবর্তী বিদ্যুৎকেন্দ্র ও আশপাশের ইটের ভাটা থেকে নির্গত ছাঁইএর ব্যাপারে প্রকল্প সংযুক্ত এলাকায় লোকেরা অনেক বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

পানির অপর্যাপ্ততা প্রকল্প সংযুক্ত এলাকায় মাছ চাষে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। বছরের বেশির ভাগ সময় অগভীর পুকুরগুলো শুকিয়ে থাকে। তবে প্রকল্প এলাকায় অবনমিত অংশে প্রায় ২০১ একরের মতো একটি জলাধার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে মাছ চাষ হচ্ছে। এতো বড় জলাধার এর আগে সেখানে কখনো ছিল না। সে জলাধারের কারণে আশপাশের ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে তবে সার্বিকভাবে এলাকায় পানির স্তর নিচে নেমে গেছে। সে জলাধার এলাকায় কিছুটা শীতল পরিবেশ বজায় রাখছে।

এলাকায় গবাদিপশু কিংবা ঘাস কমে যাওয়ার সাথে খনির কার্যক্রমের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও অনাবৃষ্টির কারণে ঘাস কমে যেতে পারে বলে ধারণা করা যায়। কয়লার ধোঁয়া ও খনির কাজে আগত ট্রাকের ধোঁয়ায় বায়ু সামান্য দূষিত হচ্ছে। তবে এই বায়ুদূষণের জন্য ইটভাটা ও বিদুৎ উৎপাদনের কারণে সৃষ্ট ধোঁয়াই বেশি দায়ী।

ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তদের অনেকে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন। জমির মালিকেরা সবাই পূর্বাপেক্ষা বেশি জমির মালিক হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের সন্তানদের জন্য বড়পুকুরিয়া স্কুলে বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর স্কুল তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাত্র ১-২ শতাংশ লোক বিক্ষিপ্ত হয়ে আলাদাভাবে বসবাস করছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকে উপজেলা শহরের কাছাকাছি পুনর্বাসিত হওয়ায় তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় মোট দুধরনের আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যার একটি হচ্ছে পূনর্বাসনের জন্য এবং অপরটি হচ্ছে অধিগ্রহণকৃত সম্পদের ক্ষতিপূরনের জন্য। জমি ও অবকাঠামোর মূল্য নির্ধারণে ক্ষতিগ্রস্তরা সকলে সন্তুষ্ট নয়। ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে অর্থ দেয়া হয়েছে, তা দিয়ে অনেকেই জমি কিনতে পারেননি। অনেকের অর্ধেক বাড়ি প্রকল্প এলাকার আওতায় পড়ায় তাদেরকে অর্ধেক ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত সব জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় এবং স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসিত হয়েছেন। খনিতে মাত্র ৩৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি শ্রমিক হিসেবে কাজ পেয়েছেন। আত্মকর্মসংস্থানে সরাসরি প্রকল্পটি সামান্য ভূমিকা রাখলেও বাজারমূল্যের চেয়ে প্রায় ৩-৪ গুণ বেশি অর্থ ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদান করা হয়েছিল, যা দিয়ে তারা কোনো না কোনো আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন।

## একাদশ অধ্যায়

# প্রকল্পটির সবল এবং দুর্বল দিক বিশ্লেষণ

কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের পর এর বিভিন্ন সবল এবং দুর্বল দিক ধরা পড়ে। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

| সবল দিক | দুর্বল দিক |
|---|---|
| অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। | ডিপিপির খাতওয়ারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হলেও তার কোনো অনুমোদন নেয়া হয়নি। |
| ভুমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জমি বা অন্যান্য সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের স্বতস্ফুর্ত আংশগ্রহণে বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান দেয়া হয়েছে। | তিন ধারার নোটিশ পাওয়ার পর ৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজস্ব জমিতে ১১টি কাঠামো তৈরি করে মোট ১৬৮৯,১৯,৯৯৯.৫০ টাকা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করে হাইকোর্টে রিট করেন। |
| সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হাতে হাতে ক্ষতিপূরণের চেক প্রকাশ্যভাবে হস্তান্তর করা হয়। | এ ছাড়া কিছু লোক কিছু অত্যন্ত অস্থায়ী দোকানকে স্থায়ী দোকান দাবি করে ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করেন। |
| ক্ষতিগ্রস্তরা স্বল্প সময়ে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের অর্থ পেয়েছেন। | মামলা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে মালিকানা নিয়ে। |
| এই প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের বিপক্ষে কোনো মামলা হয়নি। | কিছু জমির মূল্য পরিশোধ হয়নি, কারণ সেগুলো নিয়ে মামলা আছে, কিছু খাসজমি হিসেবে চিহ্নিত আছে যার পরিমাণ ৫৮.৮২১৯ একর। জমির মালিকানার সমস্যা ধীরে ধীরে সমাধান হচ্ছে এবং তার অর্থও পরিশোধ করা হচ্ছে। প্রথমে এই টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০ কোটি, বর্তমানে তা প্রায় ১৪ কোটির মতো। |
| জমির দাম নিয়ে কোনো মামলা বা বিবাদ নেই। | কয়লা উত্তোলনের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় ফল-মূলের ফলন, পুকুরে মাছের পরিমাণ, শস্যের ফলন ও গাছপালার ক্ষতি সাধন হয়েছে। এ প্রকল্পের পরিবেশগত কোনো সমীক্ষা করা হয়নি এবং কোনো ছাড়পত্রও নেয়া হয়নি। |
| প্রকল্প এলাকায় অবনমিত অংশে প্রায় ২০১ একরের মতো একটি জলাধার সৃষ্টি হয়েছে যেখানে মাছ চাষ হচ্ছে। ফলে সেখানে মাছ উৎপাদন আগের তুলনায় কয়েকগুণ বেড়েছে। প্রকল্প শুরুর সময় সেখানে বছরে মাছ উৎপাদন হতো মাত্র ৬ টন যেখানে বর্তমানে উৎপাদন হচ্ছে গড়ে প্রায় ২২০ টন। | প্রকল্প এলাকায় আগে প্রতি একরে ২৭১ টি গাছ ছিল, সেখানে বর্তমানে তার প্রায় কাছাকাছি থাকলেও তা প্রধানত নতুন বনায়ন এলাকায় বেশি দেখা যায়, তবে তার বাইরের এলাকায় খুব সীমিত পরিমাণ গাছ রয়েছে। |
| প্রকল্প থেকে বেশ কিছু বনায়ন করার কারণে সেখানে বর্তমানে বনায়ন এলাকায় (সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকায় নয়) পাখির আবাস তৈরি হচ্ছে এবং সচরাচর বিভিন্ন রকমের পাখি দেখা যাচ্ছে। | অধিকাংশ খানার কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হয়নি। |
| কৃষিতে ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের সময় এলাকার কৃষি বিভাগকে, গাছপালার ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের সময় বন বিভাগকে ও কাঠামোর ক্ষতি নির্ধারণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জড়িত করা হয়। | ক্ষতিগ্রস্থদের পেশাগত পুনর্বাসনের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। |

# দ্বাদশ অধ্যায়
# সুপারিশ ও উপসংহার

## ১২.১ সুপারিশঃ

- জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হলে প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতেই তা করা;
- ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজন হলে বিষয়টি প্রকল্পের শুরুতেই উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;
- ক্ষতিগ্রস্তদের আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো হলে বাস্তবায়ন অনেক সহজ হবে;
- প্রকল্প নেয়ার আগে ও পরে সংশ্লিষ্ট সরকারি অধিদপ্তর, বিশেষ করে ভূমি, পরিবেশ, জনপ্রকৌশল, কৃষি এবং মৎস্য বিভাগের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন;
- যথাযথভাবে পুনর্বাসনের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা, অর্থাৎ সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনা করা; RAP তৈরি করা এবং তা বাস্তবায়ন করা;
- এ প্রকল্পের ন্যায় মাঠে গিয়ে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে প্রকল্পের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা;
- পুনর্বাসনের জন্য নির্ধারিত জায়গায় রাস্তাঘাট ও পয়ঃনিষ্কাশন সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ও কবরস্থানসমূহ পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করা;
- ক্ষতিগ্রস্তদের কর্মসংস্থানের এবং জীবিকার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে তারা পূর্বের অবস্থার চেয়ে ভালো অবস্থায় যেতে পারেন;
- স্থানীয় সরকারসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, যাতে প্রকল্পের সুফল আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়;
- কৃষি এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্তত দুই বছর ধরে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে তারা দ্রুত তাদের ক্ষতি পুষিয়ে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে পারেন;
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যে গাছের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় তা থেকে অন্তত দ্বিগুণ গাছ লাগানো বাধ্যতামূলক করা এবং তা মনিটর করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা;
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পেশা ভিত্তিক পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং প্রকল্পের এক্‌জিট পরিকল্পনা রাখা যা বেশি কার্যকর হবে;
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা;
- ক্ষতিগ্রস্তদের আয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা রাখা;
- প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য বিশেষ করে পরিবেশ, কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- প্রকল্পটির কোনো পরিবেশগত সমীক্ষা চালানো হয়নি এবং পরিবেশের ছাড়পত্রও নেয়া হয়নি, যা করা প্রয়োজন;
- নিয়মিতভাবে প্রতিবছর পরিবেশের কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট পরিবেশ অধিদপ্তরে জমা দেয়া।

## ১২.২ উপসংহারঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম একটি সফল প্রকল্প বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি প্রকল্পের আওতায় **"কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর এ রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট)"** শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) অনুযায়ী অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসিত হবার জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিগ্রহণ কার্যক্রমটি সমাপ্ত হয়েছে এবং তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। প্রকল্প এলাকার বেশির ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত তাঁদের জমি, ঘরবাড়ি এবং গাছপালার সঠিক মূল্য পেয়েছেন। বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির চেয়ে কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ইটের ভাটা, পরিবহন, প্রভৃতি বায়ুদূষণের কারণ হিসেবে বেশি দায়ী করা হচ্ছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগের তথ্যমতে ২০০৯ সালের পর ২০১০-২০১৩ সময়কালের মধ্যে দিনাজপুরের সর্বোচ্চ বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয়েছে ২০১৩ সালে। একইভাবে তাপমাত্রা বাড়লেও ২০১৩ সালের থেকে ২০১০ সালে তাপমাত্রা ছিল বেশি। পরামর্শক দল মনে করে, এই বিষয়গুলো বৈশ্বিক জলবায়ু পরবির্তনেরই প্রভাব, যতোটা না খনির কার্যক্রমের ফলাফল।

প্রান্তিক চাষি যারা ভূমিহীনের তালিকাভুক্ত হননি, তারা কম লাভবান হয়েছেন এবং অল্প জমির ক্ষতিপূরণ দিয়ে ভালোভাবে পূনর্বাসিত হতে পারেননি। অধিগ্রহণপূর্ব আলোচনা অনুযায়ী কর্মসংস্থান না হবার ক্ষোভও রয়েছে অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্তর মনে। নতুন বসতিগুলো এখনো পুরোপুরি আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারেনি। গাছপালা, পুকুর, গো-চারণভূমি ইত্যাদি এখনো প্রয়োজন অনুসারে যথেষ্ট হয়নি। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পুনর্নির্মাণ এখনো শেষ হয়নি বলে শিক্ষা এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েই গেছে। কোম্পানির নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্ষতিগ্রস্তদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিলেও এবং চিকিৎসাসুবিধা দিলেও তা সকলের জানা নয়।

# সংযুক্তি

## সমীক্ষার প্রশ্নমালা

## কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

**উত্তরদাতার ধরনঃ প্রকল্প এলাকার খানাসমূহ**

আসসালামু আলাইকুম/আদাব। আমি বিআইএসআর থেকে কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কাজে এসেছি। এটিতে অর্থায়ন করেছে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্প। এই সমীক্ষাটির উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার খানাসমূহের আর্থসামাজিক ও পরিবেশবিষয়ক প্রভাব যাচাই। এক্ষেত্রে আপনি আপনার মূল্যবান মতামত দিয়ে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত শুধু সমীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং গোপনীয় থাকবে। আপনি অনুমতি দিলে আমি সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম : মোবাইল নং:

সুপারভাইজারের নাম : মোবাইল নং:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তারিখ | : / /২০১৬ | ইন্টারভিউ শুরুর সময় | : | |

মার্চ, ২০১৬

## সেকশন-১: মৌলিক তথ্য (প্রকল্প এলাকার জন্য)

| | | |
|---|---|---|
| ১. | খানার ক্রমিক নং | কোড: |
| ২. | গ্রাম | |
| ৩. | ইউনিয়ন/ওয়ার্ড | হামিদপুর |
| ৪. | উপজেলা | পার্বতীপুর |
| ৫. | জেলা | দিনাজপুর |
| ৬. | উত্তরদাতার নাম | |
| ৭. | উত্তরদাতার মোবাইল নম্বর | |
| ৮. | বয়স | |
| ৯. | লিঙ্গ | পুরুষ = ১<br>মহিলা = ২ |
| ১০. | শিক্ষা [স্কোর (০,১.....১৭)] | |
| ১১. | খানাপ্রধানের পেশা | কোড ব্যবহার করুন ( ) |
| ১২. | খানায় চাকরিরত/কর্মরত লোকের সংখ্যা | |
| ১৩. | সকল উৎস থেকে মোট আয় | |
| ১৪. | মাসিক মোট ব্যয় | |

পেশার কোড: কৃষক=১; দিনমজুর=২; গৃহিণী =৩; শিক্ষার্থী=৪; জেলে=৫; ব্যবসা/ ক্ষুদ্র ব্যবসা=৬; চাকরি=৭; অবসরপ্রাপ্ত=৮; গবাদিপশু পালন=৯; রিকশা/ ভ্যানচালক =১০; ড্রাইভার=১১; শ্রমিক=১২; অন্যান্য= ৯৯।

## সেকশন-২: বড়পুকুরিয়া দ্বারা ভূমি অধিগ্রহণের ফলে বিভিন্ন রকমের প্রভাব
## (কেবল প্রকল্প এলাকার জন্য)

| নং | প্রশ্ন | কোড |
|---|---|---|
| ১৫. | বড়পুকুরিয়া কয়লা প্রকল্প আপনার জীবনে কি কোনো পরিবর্তন এনেছে? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ১৬. | যদি হয়ে থাকে, তাহলে আপনার কী কী ও কতটুকু সম্পদ প্রকল্প দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে? | ১. জমি (শতাংশ):<br>২. বসত ঘর (সংখ্যা):<br>৩. দোকানঘর (সংখ্যা):<br>৪. গাছ (সংখ্যা):<br>৫. পুকরের আয়তন:<br>৬. অন্যান্য: |
| ১৭. | আপনি কি আপনার জমির প্রকৃত মূল্য পেয়েছেন? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>প্রযোজ্য নয় = ৩ |
| ১৮. | আপনি কি আপনার ঘরের প্রকৃত মূল্য পেয়েছেন? | হ্যাঁ = ১<br>না=২<br>প্রযোজ্য নয় = ৩ |
| ১৯. | আপনি কি আপনার গাছের প্রকৃত মূল্য পেয়েছেন? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>প্রযোজ্য নয় = ৩ |
| ২০. | আপনি বড়পুকুরিয়া প্রকল্প থেকে কত ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন? | টাকা: |
| ২১. | আপনি ক্ষতিপূরণের টাকা কীভাবে ব্যবহার করেছেন? | |
| ২২. | বড়পুকুরিয়া প্রকল্প থেকে ভূমি অধিগ্রহণের পূর্বে আপনার সাথে কি | হ্যাঁ = ১ |

| নং | প্রশ্ন | কোড |
|---|---|---|
| | আলোচনা করেছিল? | না = ২ |
| ২৩. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল? | |
| ২৪. | আপনি কি ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ২৫. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী কী? | |
| ২৬. | বড়পুকুরিয়া প্রকল্প আপনার বা আপনার পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য কোনো কাজের/চাকুরির ব্যবস্থা করেছে কী? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ২৭. | যদি হ্যাঁ হয়, কতজনের? | সংখ্যা: |
| ২৮. | ভূমি অধিগ্রহণ করার পূর্বে আপনার পেশা কি ছিল? | পেশা কোড: |
| ২৯. | আপনার বর্তমান পেশা কী? | |
| ৩০. | আপনি কি মনে করেন ভূমি অধিগ্রহণের ফলে আপনার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৩১. | যদি হ্যাঁ বা না হয়, তাহলে তা কী? | উন্নত হয়েছে = ১<br>অবনতি হয়েছে = ২<br>একই অবস্থা = ৩ |
| ৩২. | আপনি কি কোম্পানির সিএসআর থেকে কোন সহায়তা পেয়েছেন? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৩৩. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সহায়তা? | |
| ৩৪. | আপনাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য কোম্পানি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ইত্যাদি) ব্যবস্থা করেছে? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৩৫. | আপনাদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য কোম্পানি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা থেকে আপনারা সেবা পাচ্ছেন? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৩৬. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরনের উদ্যোগ? | |
| ৩৭. | আপনি কি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা খাত থেকে কোনো সহায়তা পেয়েছেন? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৩৮. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রধানত কী ধরনের সহায়তা? | নগদ অনুদান = ১<br>খাদ্য সহায়তা = ২<br>বিশেষ ভাতা = ৩<br>অন্যান্য = ৯৯ |

## সেকশন-২: পরিবেশ (প্রকল্প এলাকার ক্ষেত্রে)

| | | |
|---|---|---|
| ৩৯. | বড়পুকুরিয়া প্রকল্প কার্যক্রমের দ্বারা পরিবেশের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৪০. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে দয়া করে বলুন | **ক) বৃষ্টি:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত= ৩<br>**খ) গরম:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত= ৩<br>**গ) শীত:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত= ৩<br>**ঘ) পোকা-মাকড়:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত=৩ |

| | | |
|---|---|---|
| | | ঙ) **গাছের ফল:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত= ৩<br>চ) **পুকুরের মাছ:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত= ৩<br>ছ) **শস্য উৎপাদন:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত=৩<br>জ) **অসুস্থতা:**কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত= ৩<br>ঝ) **গাছ-পালা মরে যাওয়া:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত= ৩<br>ঞ) **অন্যান্য:** |
| **কৃষিবিষয়ক** | | |
| ৪১. | ফসল লাগানোর ধরনে পরিবর্তন | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৪২. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী ধরনের পরিবর্তন | |
| ৪৩. | ফসল কাটার সময়ের পরিবর্তন | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৪৪. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী ধরনের পরিবর্তন | |
| ৪৫. | নিম্ন ফলন | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৪৬. | যদি হ্যাঁ  হয়, তাহলে কী ধরনের পরিবর্তন | |
| ৪৭. | শস্য ক্ষতিগ্রস্ত | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৪৮. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী ধরনের পরিবর্তন | |
| ৪৯. | কৃষি মৌসুমে শ্রম ঘাটতি | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৫০. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী ধরনের পরিবর্তন | |
| ৫১. | সেচ পানির দূষণ | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৫২. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী ধরনের পরিবর্তন | |
| ৫৩. | মৎস্যবিষয়ক<br>(মাছ চাষে পরিবর্তন) | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৫৪. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের পরিবর্তন | |
| ৫৫. | বড়পুকুরিয়া প্রকল্প কার্যক্রমের দ্বারা বন উজাড় | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৫৬. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের পরিবর্তন | |
| ৫৭. | গবাদিপশু সম্পদবিষয়ক<br>(গবাদিসম্পদেও খামার ব্যবস্থাপনা/উৎপাদনে ক্ষয়ক্ষতি) | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৫৮. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি | |
| ৫৯. | ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তন | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |

| | | |
|---|---|---|
| ৬০. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের পরিবর্তন | |
| ৬১. | মাটির উপরের পানিদূষণ | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৬২. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের দূষণ | |
| ৬৩. | বায়ুদূষণ | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৬৪. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে দয়া করে বলুন | |
| ৬৫. | পাখির বাসস্থানে/সংখ্যায় প্রভাব | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৬৬. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের প্রভাব | |
| ৬৭. | বন্য পশুর বাসস্থানে/সংখ্যায় প্রভাব | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৬৮. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের প্রভাব | |
| ৬৯. | জমির পরিবর্তন (উচুঁ, নিচু, সমতল) | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৭০. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে দয়া করে বলুন | |

ইন্টারভিউ শেষের সময় :

উত্তরদাতার মোবাইল নং:

**বিশেষ নোট:**

**সমীক্ষার প্রশ্নমালা**

## কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

**উত্তরদাতার ধরনঃ নিয়ন্ত্রণ এলাকার খানাসমূহ**

আসসালামু আলাইকুম/আদাব। আমি বিআইএসআর থেকে কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কাজে এসেছি। এটিতে অর্থায়ন করেছে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি প্রকল্প। এই সমীক্ষাটির উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার খানাসমূহের আর্থসামাজিক ও পরিবেশবিষয়ক প্রভাব যাচাই। এ ক্ষেত্রে আপনি আপনার মূল্যবান মতামত দিয়ে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত শুধু সমীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং গোপনীয় থাকবে। আপনি অনুমতি দিলে আমি সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম : মোবাইল নং:

সুপারভাইজারের নাম : মোবাইল নং:

তারিখ : / /২০১৬ ইন্টারভিউ শুরুর সময় :

মার্চ, ২০১৬

## সেকশন-১: মৌলিক তথ্য (নিয়ন্ত্রণ এলাকার জন্য)

| | | |
|---|---|---|
| ১. | খানার ক্রমিক নং | কোড: |
| ২. | গ্রাম | |
| ৩. | ইউনিয়ন/ওয়ার্ড | |
| ৪. | উপজেলা | নবাবগঞ্জ=১<br>ফুলবাড়ী=২<br>পার্বতীপুর=৩ |
| ৫. | জেলা | দিনাজপুর |
| ৬. | উত্তরদাতার নাম | |
| ৭. | উত্তরদাতার মোবাইল নম্বর | |
| ৮. | বয়স | |
| ৯. | লিঙ্গ | পুরুষ = ১<br>মহিলা = ২ |
| ১০. | শিক্ষা [স্কোর (০,১.....১৭)] | |
| ১১. | খানাপ্রধানের পেশা | কোড ব্যবহার করুন ( ) |
| ১২. | খানায় চাকরিরত/কর্মরত লোকের সংখ্যা | |
| ১৩. | সকল উৎস থেকে মোট আয় | |
| ১৪. | মাসিক মোট ব্যয় | |

পেশার কোড: কৃষক=১; দিনমজুর=২; গৃহিণী =৩; শিক্ষার্থী=৪; জেলে=৫; ব্যবসা/ ক্ষুদ্র ব্যবসা=৬; চাকরি=৭; অবসরপ্রাপ্ত=৮; গবাদিপশু পালন=৯; রিকশা/ভ্যানচালক =১০; ড্রাইভার=১১; শ্রমিক=১২; অন্যান্য= ৯৯।

## সেকশন-২: বড়পুকুরিয়া দ্বারা ভূমি অধিগ্রহণের ফলে বিভিন্ন রকমের প্রভাব (কেবল নিয়ন্ত্রণ এলাকার জন্য)

| নং | প্রশ্ন | কোড |
|---|---|---|
| ১৫. | আপনার জানামতে, বড়পুকুরিয়া কয়লা প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনে কি কোনো পরিবর্তন এনেছে? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ১৬. | যদি হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষতিগ্রস্তদের কী কী সম্পদ প্রকল্প দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে? | ১. জমি<br>২. বসতবাড়ি<br>৩. দোকান ঘর<br>৪. গাছ<br>৫. পুকরের আয়তন<br>৬. অন্যান্য |
| ১৭. | আপনার জানা মতে, ক্ষতিগ্রস্তরা কি তাদের জমির প্রকৃত মূল্য পেয়েছিল? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না =৩ |
| ১৮. | ক্ষতিগ্রস্তরা কি তাদের ঘরের প্রকৃত মূল্য পেয়েছিল? | হ্যাঁ = ১<br>না=২<br>জানি না =৩ |
| ১৯. | ক্ষতিগ্রস্তরা কি তাদের গাছের প্রকৃত মূল্য পেয়েছিল? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না =৩ |
| ২০. | আপনার জানামতে, ক্ষতিগ্রস্তরা বড়পুকুরিয়া প্রকল্প থেকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল? | (একরপ্রতি) টাকা: |

| নং | প্রশ্ন | কোড |
|---|---|---|
| ২১. | আপনি কি জানেন, ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণের টাকা কীভাবে ব্যবহার করেছে? | |
| ২২. | আপনি কি জানেন, বড়পুকুরিয়া প্রকল্প থেকে ভূমি অধিগ্রহণের পূর্বে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল কিনা? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ২৩. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী কী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল? | |
| ২৪. | ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কি আপনি জানেন? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ২৫. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী কী? | |
| ২৬. | আপনার জানামতে, বড়পুকুরিয়া প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য কাজের/চাকরির ব্যবস্থা করেছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ২৭. | যদি হ্যাঁ হয়, কতজনের? | সংখ্যা: |
| ২৮. | ভূমি অধিগ্রহণ করার পূর্বে আপনার পেশা কী ছিল? | পেশা কোড: |
| ২৯. | আপনার বর্তমান পেশা কী? | |
| ৩০. | আপনি কি মনে করেন, ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৩১. | যদি হ্যাঁ বা না হয়, তাহলে তা কী? | উন্নত হয়েছে = ১<br>অবনতি হয়েছে = ২<br>একই অবস্থা = ৩ |
| ৩২. | ক্ষতিগ্রস্তরা কোম্পানির সিএসআর থেকে কোনো সহায়তা পেয়েছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৩৩. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী ধরনের সহায়তা? | |
| ৩৪. | ক্ষতিগ্রস্তদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য কোম্পানি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ইত্যাদি) ব্যবস্থা করেছে? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৩৫. | ক্ষতিগ্রস্তদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য কোম্পানি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কিনা যা থেকে ক্ষতিগ্রস্তরা সেবা পাচ্ছে? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৩৬. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী ধরনের উদ্যোগ? | |
| ৩৭. | আপনি কি জানেন, সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা খাত থেকে ক্ষতিগ্রস্তরা কি কোনো সহায়তা পেয়েছে? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৩৮. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রধানত কী ধরনের সহায়তা? | নগদ অনুদান = ১<br>খাদ্য সহায়তা = ২<br>বিশেষ ভাতা = ৩<br>অন্যান্য = ৯৯ |

## সেকশন-২: পরিবেশ (নিয়ন্ত্রণ এলাকার ক্ষেত্রে)

| | | |
|---|---|---|
| ৩৯. | আপনার জানামতে, বড়পুকুরিয়া প্রকল্প কার্যক্রমের দ্বারা পরিবেশের কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৪০. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে দয়া করে বলুন | **ক) বৃষ্টি:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত = ৩<br>**খ) গরম:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত = ৩<br>**গ) শীত:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত = ৩<br>**ঘ) পোকা-মাকড়:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত =৩<br>**ঙ) গাছের ফল:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত = ৩<br>**চ) পুকরের মাছ:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত = ৩<br>**ছ) শস্য উৎপাদন:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত =৩<br>**জ) অসুস্থতা:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত = ৩<br>**ঝ) গাছপালা মরে যাওয়া:** কম= ১; বেশি= ২; অপরিবর্তিত= ৩<br>**ঞ) অন্যান্য:** |

| | | |
|---|---|---|
| **কৃষিবিষয়ক** | | |
| ৪১. | আপনার জানা মতে, ফসল লাগানোর ধরনে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৪২. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী ধরনের পরিবর্তন | |
| ৪৩. | আপনার জানা মতে, ফসল কাটার সময়ের কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৪৪. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী ধরনের পরিবর্তন | |
| ৪৫. | আপনি কি এর ফলে ফলন হ্রাস পাওয়ার কথা জানেন? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৪৬. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী ধরনের পরিবর্তন | |
| ৪৭. | আপনি কি এর ফলে শস্যের ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা জানেন? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |
| ৪৮. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী ধরনের ক্ষতি হচ্ছে? | |
| ৪৯. | আপনার জানামতে, মৌসুমে শ্রম ঘাটতি ঘটছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৫০. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী ধরনের ঘাটতি হচ্ছে? | |
| ৫১. | আপনার জানামতে, সেচ পানির দূষণ হচ্ছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |

| | | |
|---|---|---|
| | | জানি না=৩ |
| ৫২. | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কীভাবে দূষিত হচ্ছে? | |
| ৫৩. | আপনার জানা মতে, মাছ চাষে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৫৪. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের পরিবর্তন? | |
| ৫৫. | বড়পুকুরিয়া প্রকল্প কার্যক্রমের দ্বারা বন উজাড় হয়েছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৫৬. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? | |
| ৫৭. | আপনার জানা মতে, গবাদিসম্পদে ও খামার ব্যবস্থাপনা/উৎপাদনে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৫৮. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? | |
| ৫৯. | ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তন হচ্ছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৬০. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে? | |
| ৬১. | মাটির উপরের পানি দূষিত হচ্ছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৬২. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের দূষণ হচ্ছে? | |
| ৬৩. | বায়ু দূষিত হচ্ছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৬৪. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে দয়া করে বলুন | |
| ৬৫. | পাখির বাসস্থানে/সংখ্যায় কোনো প্রভাব পড়েছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৬৬. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে? | |
| ৬৭. | বন্য পশুর বাসস্থানে/সংখ্যায় কোনো প্রভাব পড়েছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২<br>জানি না=৩ |
| ৬৮. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে? | |
| ৬৯. | আপনার জানামতে, জমিতে পরিবর্তন (উঁচু, নিচু, সমতল) এসেছে কি? | হ্যাঁ = ১<br>না = ২ |

| | | |
|---|---|---|
| | | জানি না=৩ |
| ৭০. | যদি হ্যাঁ হয়, তবে দয়া করে বলুন | |

ইন্টারভিউ শেষের সময় :

উত্তরদাতার মোবাইল নং:

**বিশেষ নোট:**

## দলীয় আলোচনা (FGD)

## কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

**অংশগ্রহণকারী:** প্রকল্প এলাকার স্থানান্তরিত ও স্ব-পুনর্বাসিত নারী

**দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য:**

| ক্রমিক নং | অংশগ্রহণকারীর নাম | লিঙ্গ | | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পুরুষ | মহিলা | | | | |
| ১. | | | | | | | |
| ২. | | | | | | | |
| ৩. | | | | | | | |
| ৪. | | | | | | | |
| ৫. | | | | | | | |
| ৬. | | | | | | | |
| ৭. | | | | | | | |
| ৮. | | | | | | | |
| ৯. | | | | | | | |
| ১০. | | | | | | | |

স্থান: _____ তারিখ: _____

মডারেটরের নাম: ..... কোড:

নোট টেইকারের নাম: ..... কোড:

## FGD গাইডলাইন

১. বড়পুকুরিয়া প্রকল্প থেকে যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়, সে সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী?
২. এই উদ্যোগের সফলতা কতটুকু বলে আপনারা মনে করেন?
৩. আর কী কী ব্যবস্থা নিলে আপনারা বেশি উপকৃত হতেন?
৪. কারা বেশি উপকৃত হয়েছেন?
৫. কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে মনে করেন?
৬. ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক গোষ্ঠী কীভাবে উপকৃত হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করেন?
৭. কারা এ প্রকল্পে চাকরি পেয়েছে আর কারা পায়নি?
৮. আপনাদের সামাজিক অবস্থার (মৌলিক অধিকারসমূহ) কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?
৯. আপনাদের আর্থিক অবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?
১০. কয়লা উত্তোলনের কারণে এই এলাকার পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে বলে আপনারা মনে করেন? এই প্রকল্পের আওতায় পরিবেশের ভারসাম্য মোকাবেলায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল?
১১. কয়লা উত্তোলনের কারণে এলাকায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পেয়েছিল কিনা? বিস্তারিত বলুন।
১২. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নিতে গেলে কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার?

## দলীয় আলোচনা (FGD)

## কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

**অংশগ্রহণকারী:** প্রকল্প এলাকার স্থানান্তরিত ও স্ব-পুনর্বাসিত পুরুষ

**দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্যঃ**

| ক্রমিক নং | অংশগ্রহণকারীর নাম | লিঙ্গ | | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পুরুষ | মহিলা | | | | |
| ১. | | | | | | | |
| ২. | | | | | | | |
| ৩. | | | | | | | |
| ৪. | | | | | | | |
| ৫. | | | | | | | |
| ৬. | | | | | | | |
| ৭. | | | | | | | |
| ৮. | | | | | | | |
| ৯. | | | | | | | |
| ১০. | | | | | | | |

স্থান: ____________________ তারিখ: ____________

মডারেটরের নাম: ____________________ কোড:

নোট টেইকারের নাম: ____________________ কোড:

## FGD গাইডলাইন

১. বড়পুকুরিয়া প্রকল্প থেকে যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়, সে সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী?
২. এই উদ্যোগের সফলতা কতটুকু বলে আপনারা মনে করেন?
৩. আর কী কী ব্যবস্থা নিলে আপনারা বেশি উপকৃত হতেন?
৪. কারা বেশি উপকৃত হয়েছেন?
৫. কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে মনে করেন?
৬. ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক গোষ্ঠী কীভাবে উপকৃত হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করেন?
৭. কারা এ প্রকল্পে চাকরি পেয়েছে আর কারা পায়নি?
৮. আপনাদের সামাজিক অবস্থার (মৌলিক অধিকারসমূহ) কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?
৯. আপনাদের আর্থিক অবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?
১০. কয়লা উত্তোলনের কারণে এই এলাকার পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে বলে আপনারা মনে করেন? এই প্রকল্পের আওতায় পরিবেশের ভারসাম্য মোকাবেলায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল?
১১. কয়লা উত্তোলনের কারণে এলাকায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পেয়েছিল কিনা? বিস্তারিত বলুন।
১২. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নিতে গেলে কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার?

## দলীয় আলোচনা (FGD)

**কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা**

**অংশগ্রহণকারী:** নিয়ন্ত্রণ এলাকার নারী

**দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য:**

| ক্রমিক নং | অংশগ্রহণকারীর নাম | লিঙ্গ | | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পুরুষ | মহিলা | | | | |
| ১. | | | | | | | |
| ২. | | | | | | | |
| ৩. | | | | | | | |
| ৪. | | | | | | | |
| ৫. | | | | | | | |
| ৬. | | | | | | | |
| ৭. | | | | | | | |
| ৮. | | | | | | | |
| ৯. | | | | | | | |
| ১০. | | | | | | | |

স্থান: _____ তারিখ: _____

মডারেটরের নাম: _____ কোড: ____

নোট টেইকারের নাম: _____ কোড: ____

## FGD গাইডলাইন

১. বড়পুকুরিয়া প্রকল্প থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী?

২. এই উদ্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্তরা কতটুকু লাভবান হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

৩. আর কী কী ব্যবস্থা নিলে ক্ষতিগ্রস্তরা বেশি উপকৃত হতেন বলে আপনারা মনে করেন?

৪. ক্ষতিগ্রস্তদের ভেতর কারা বেশি উপকৃত হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

৫. তাদের ভেতর কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে আপনারা মনে করেন?

৬. ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক গোষ্ঠী কীভাবে উপকৃত হয়েছেন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

৭. ক্ষতিগ্রস্তদের ভেতর কারা এ প্রকল্পে চাকরি পেয়েছে এবং কারা পায়নি?

৮. ক্ষতিগ্রস্তদের সামাজিক অবস্থার (মৌলিক অধিকারসমূহ) কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন?

৯. আপনার জানা মতে, ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক অবস্থার কি কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

১০. কয়লা উত্তোলনের কারণে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে বলে আপনারা মনে করেন? আপনার জানা মতে, এই প্রকল্পের আওতায় পরিবেশের ভারসাম্য মোকাবেলায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল?

১১. কয়লা উত্তোলনের কারণে প্রকল্প এলাকায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পেয়েছিল কিনা? বিস্তারিত বলুন।

১২. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নিতে গেলে কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

## দলীয় আলোচনা (FGD)

**কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা**

**অংশগ্রহণকারী:** নিয়ন্ত্রণএলাকার পুরুষ

**দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য:**

| ক্রমিক নং | অংশগ্রহণকারীর নাম | লিঙ্গ | | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পুরুষ | মহিলা | | | | |
| ১. | | | | | | | |
| ২. | | | | | | | |
| ৩. | | | | | | | |
| ৪. | | | | | | | |
| ৫. | | | | | | | |
| ৬. | | | | | | | |
| ৭. | | | | | | | |
| ৮. | | | | | | | |
| ৯. | | | | | | | |
| ১০. | | | | | | | |

স্থান: _____ তারিখ: _____

মডারেটরের নাম: ..... কোড:

নোট টেইকারের নাম: ..... কোড:

## FGD গাইডলাইন

১. বড়পুকুরিয়া প্রকল্প থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী?

২. এই উদ্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্তরা কতটুকু লাভবান হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

৩. আর কী কী ব্যবস্থা নিলে ক্ষতিগ্রস্তরা বেশি উপকৃত হতেন বলে আপনারা মনে করেন?

৪. ক্ষতিগ্রস্তদের ভেতর কারা বেশি উপকৃত হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

৫. তাদের মধ্যে কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে আপনারা মনে করেন?

৬. ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক গোষ্ঠী কীভাবে উপকৃত হয়েছেন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

৭. ক্ষতিগ্রস্তদের ভেতর কারা এ প্রকল্পে চাকরি পেয়েছে এবং কারা পায়নি?

৮. ক্ষতিগ্রস্তদের সামাজিক অবস্থার (মৌলিক অধিকারসমূহ) কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন?

৯. আপনার জানা মতে, ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক অবস্থার কী কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

১০. কয়লা উত্তোলনের কারণে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে বলে আপনারা মনে করেন? আপনার জানা মতে, এই প্রকল্পের আওতায় পরিবেশের ভারসাম্য মোকাবিলায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল?

১১. কয়লা উত্তোলনের কারণে প্রকল্প এলাকায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পেয়েছিল কি না? বিস্তারিত বলুন।

১২. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প নিতে গেলে কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

# কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)

**কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা**

উত্তরদাতার ধরন: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি

স্থান:---------- তারিখ:----------

KII পরিচালনাকারীর নাম: ..... কোড: ☐☐

সুপারভাইজারের নাম: ..... কোড: ☐☐

**সেকশন-১: উত্তরদাতার পরিচিতি**

১. উত্তরদাতার নাম:---------- মোবাইল নং: ----------
২. লিঙ্গঃ ১. পুরুষ ২. মহিলা
৩. পদবি: ----------
৪. প্রতিষ্ঠান: ----------

**সেকশন-২: মূল্যায়নবিষয়ক প্রশ্ন**

৫. বড়পুকুরিয়া প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের বিষয়গুলো কি বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল?
৬. প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ভূমি অধিগ্রহণের পূর্বে বা পরে জনস্বাস্থ্যের বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে কোনো আলোচনা করেছিল কিনা?
৭. প্রকল্প এলাকা এবং পুনর্বাসিত এলাকা আপনি পরিদর্শন করেছেন কিনা?
৮. প্রকল্প এলাকায় কী ধরনের রোগের ঝুঁকি আছে?
৯. প্রকল্প এলাকায় জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু লক্ষ করেছেন কিনা?
১০. প্রকল্প এলাকায় জনস্বাস্থ্যের হুমকিতে বেশি পড়েছে কারা?
১১. নারী, পুরুষ এবং শিশুর ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের কোনো হুমকি লক্ষ করেছেন কিনা?
১২. প্রকল্প এলাকায় বিশেষ কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করেছেন কিনা?
১৩. প্রকল্প এলাকায় কোনো সময় জনগণের কাছে কোনো সতর্কবার্তা আপনারা জারি করেছিলেন কি না?
১৪. করে থাকলে সেটি কী বিষয়ের ওপর?
১৫. এ ধরনের প্রকল্প এলাকার জন্য আপনাদের কোনো বিশেষ নীতিমালা আছে কিনা? থাকলে তা কী?
১৬. প্রকল্প এলাকায় এবং পুনর্বাসন স্থানে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য আর কিছু করার দরকার আছে কিনা?
১৭. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নিতে গেলে আর কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার?

## কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)

**কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা**

উত্তরদাতার ধরন: পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি

স্থান:---------- তারিখ:----------

KII পরিচালনাকারীর নাম: ..... কোড: ☐☐

সুপারভাইজারের নাম: ..... কোড: ☐☐

**সেকশন-১: উত্তরদাতার পরিচিতি**

১. উত্তরদাতার নাম:---------- মোবাইল নং: ----------
২. লিঙ্গ: ১. পুরুষ ২. মহিলা
৩. পদবি: ----------
৪. প্রতিষ্ঠান: ----------

**সেকশন-২: মূল্যায়নবিষয়ক প্রশ্ন**

৫. বড়পুকুরিয়া প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশের বিষয়গুলো কি বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল?
৬. প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ভূমি অধিগ্রহণের পূর্বে বা পরে পরিবেশের বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে কোনো আলোচনা করেছিলেন কিনা?
৭. প্রকল্প এলাকা এবং পুনর্বাসিত এলাকা আপনি পরিদর্শন করেছেন কিনা?
৮. তাতে পরিবেশের ক্ষতিকর কোনো কিছু লক্ষ করেছেন কিনা?
৯. প্রকল্প এলাকায় পরিবেশের দ্বারা কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?
১০. দরিদ্র এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর পরিবেশগত কোনো ক্ষতি হলে তা তারা পুষিয়ে নিতে পেরেছেন কিনা?
১১. প্রকল্পটি পরিবেশের ছাড়পত্র নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা?
১২. প্রতিবছর পরিবেশের নীতি অনুসরণের প্রতিবেদন (কমপ্লাইন্স রিপোর্ট) প্রদান করে কিনা?
১৩. প্রকল্পটি পরিবেশের সকল কমপোনেন্টর ওপর রিপোর্ট প্রদান করে কিনা?
১৪. যে স্থানে পুনর্বাসন করা হয়েছে, সে স্থানে পরিবেশের কোনো বিপর্যয় লক্ষ করেছেন কিনা?
১৫. প্রকল্প এলাকায় এবং পুনর্বাসন স্থানে পরিবেশের উন্নয়নের জন্য আর কিছু করার দরকার আছে কিনা?
১৬. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নিতে গেলে আর কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার?

**কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)**

**কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্যা এ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা**

উত্তরদাতার ধরন: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি

স্থান:---------- তারিখ:----------

KII পরিচালনাকারীর নাম: ..... কোড: ☐☐

সুপারভাইজারের নাম: ..... কোড: ☐☐

**সেকশন-১: উত্তরদাতার পরিচিতি**

১. উত্তরদাতার নাম:---------- মোবাইল নং: ----------
২. লিঙ্গ: ১. পুরুষ ২. মহিলা
৩. পদবি: ----------
৪. প্রতিষ্ঠান: ----------

**সেকশন-২: মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশ্ন**

৫. বড়পুকুরিয়া প্রকল্প দ্বারা কী পরিমাণ কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?
৬. এই প্রকল্পের ফলে কৃষিতে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে?
৭. শস্যবিন্যাসে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি?
৮. কৃষিতে যে ক্ষতি হয়েছে, তার সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছিল কি?
৯. কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন?
১০. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নিতে গেলে আর কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার?

## কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)

**কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা**

উত্তরদাতার ধরন: এনজিও প্রতিনিধি

স্থান:---------- তারিখ:----------

KII পরিচালনাকারীর নাম: ..... কোড: ☐☐

সুপারভাইজারের নাম: ..... কোড: ☐☐

**সেকশন-১: উত্তরদাতার পরিচিতি**

১. উত্তরদাতার নাম:---------- মোবাইল নং: ----------
২. লিঙ্গ: ১. পুরুষ ২. মহিলা
৩. পদবি: ----------
৪. প্রতিষ্ঠান: ----------

**সেকশন-২: মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশ্ন**

৫. বড়পুকুরিয়া প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এনজিওগুলোর কী ধরনের তৎপরতা ছিল বা এখনো আছে?
৬. এনজিওগুলো ক্ষতিগ্রস্তদের কোন কোন ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে?
৭. কয়লাখনি এলাকায় পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে?
৮. এনজিওগুলো এ ক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করছে?
৯. আর্থসামাজিক এবং কৃষিক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?
১০. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নিতে গেলে আরও কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার?

# কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)

**কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা**

উত্তরদাতর ধরন: শিক্ষক প্রতিনিধি

স্থান:---------------------------------------- তারিখ:----------------------------------------

KII পরিচালনাকারীর নাম: .................................................... কোড: | | |

সুপারভাইজারের নাম: .................................................... কোড: | | |

**সেকশন-১: উত্তরদাতার পরিচিতি**

১. উত্তরদাতার নাম:------------------------------------ মোবাইল নং: ------------------------
২. লিঙ্গ: ১. পুরুষ ২. মহিলা
৩. পদবি: --------------------------------------------
৪. প্রতিষ্ঠান: --------------------------------------------

**সেকশন-২: মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশ্ন**

৫. বড়পুকুরিয়া প্রকল্পে আপনাদের সংশ্লিষ্টতা কতোটা ছিল?
৬. এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলুন।
৭. এই প্রকল্পের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা কী ছিল?
৮. প্রকল্প এলাকার মানুষের সামাজিক অবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?
৯. তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?
১০. স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা হয়েছিল কি?
১১. তাঁদের পুনর্বাসন ঠিকমতো হয়েছে কিনা?
১২. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নিতে গেলে কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার?

## কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)

**কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা**

উত্তরদাতর ধরন: স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি

স্থান:---------- তারিখ:----------

KII পরিচালনাকারীর নাম: কোড:

সুপারভাইজারের নাম: কোড:

**সেকশন-১: উত্তরদাতার পরিচিতি**

১. উত্তরদাতার নাম:---------- মোবাইল নং: ----------
২. লিঙ্গ: ১. পুরুষ ২. মহিলা
৩. পদবিঃ ----------
৪. প্রতিষ্ঠান: ----------

**সেকশন-২: মূল্যায়নবিষয়ক প্রশ্ন**

৫. বড়পুকুরিয়া প্রকল্পে আপনার এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের কেমন সংশ্লিষ্টতা ছিল?
৬. এই প্রকল্প নিয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? এখন কেমন?
৭. প্রকল্প এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা এখন কেমন?
৮. সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কারা?
৯. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় এবং অন্য কীভাবে ইউনিয়ন পরিষদ ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করেছে?
১০. প্রকল্প এলাকার কৃষির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলুন।
১১. প্রকল্প এলাকার পরিবেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলুন।
১২. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নিতে গেলে আরও কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার?

## কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)

**কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা**

উত্তরদাতর ধরন: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

স্থান:---------- তারিখ:----------

KII পরিচালনাকারীর নাম: কোড:

সুপারভাইজারের নাম: কোড:

**সেকশন-১: উত্তরদাতার পরিচিতি**

১. উত্তরদাতার নাম:----------মোবাইল নং: ----------
২. লিঙ্গ: ১. পুরুষ ২. মহিলা
৩. পদবি: ----------
৪. প্রতিষ্ঠান: ----------

**সেকশন-২: মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশ্ন**

৫. বড়পুকুরিয়া প্রকল্প থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল?
৬. এই উদ্যোগের সফলতা কতোটুকু হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
৭. কারা বেশি উপকৃত হয়েছে আর কারা হয়নি?
৮. দরিদ্র এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর যে ক্ষতি হয়েছে তা তারা পুষিয়ে নিতে পেরেছে কিনা?
৯. তাদের সামাজিক অবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?
১০. তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?
১১. যারা জমি হারিয়েছে তারা কি জমি কিনতে পেরেছে? যদি না পারে তাহলে তারা এখন কী ধরনের পেশার সাথে জড়িত হয়েছেন?
১২. তাদের জন্য কী কী সামাজিক প্রতিষ্ঠান (স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি) করা হয়েছে?
১৩. তারা যে গ্রামগুলোতে পুনর্বাসিত হয়েছে, সেখানে লোকেরা তাদেরকে গ্রহণ করেছে কিনা?
১৪. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নিতে গেলে আরও কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার?

# কেস স্টাডি (Case Study)

**কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর রিহ্যাবিলিটেটিং দ্য অ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা**

উত্তরদাতার ধরন: স্থানান্তরিত ও স্ব-পুনর্বাসিত পরিবার

তারিখ:

বিভাগ:---------- জেলা:----------

উপজেলা:---------- ইউনিয়ন:----------

কেস স্টাডি পরিচালনাকারীর নাম: ..... কোড: | |

সুপারভাইজারের নাম: ..... কোড: | |

**সেকশন-২: কেস স্টাডি গাইডলাইন**

১. আপনি বড়পুকুরিয়া কয়লা প্রকল্প দ্বারা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন?
২. আপনার কী কী ও কতটুকু সম্পদ প্রকল্প দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে?
৩. আপনি কি আপনার সম্পদের প্রকৃত মূল্য পেয়েছেন? তা কতো? তাতে আপনি সন্তুষ্ট কিনা?
৪. আপনি ক্ষতিপূরণের টাকা কীভাবে ব্যবহার করেছেন?
৫. বড়পুকুরিয়া প্রকল্প থেকে ভূমি অধিগ্রহণের পূর্বে কি আপনার সাথে আলোচনা করেছিল? হলে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল?
৬. বড়পুকুরিয়া প্রকল্প আপনার বা আপনার পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য কোনো কাজের/চাকরির ব্যবস্থা করেছে কি? কতজনের?
৭. ভূমি অধিগ্রহণ করার পূর্বে আপনার পেশা কী ছিল? আপনার বর্তমান পেশা কী?
৮. ভূমি অধিগ্রহণের ফলে আপনার পেশার পরিবর্তন করতে হয়েছে কি না বা আগামী দিনে করতে হবে কিনা?
৯. ভূমি অধিগ্রহণের ফলে আপনার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কিনা? হলে কীভাবে?
১০. আপনি কি কোম্পানির সিএসআর থেকে কোনো সহায়তা পেয়েছেন? পেলে কী ধরনের সহায়তা?
১১. আপনাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য কোম্পানি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ইত্যাদি) ব্যবস্থা করেছে কি? করলে তা কী?
১২. আপনাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য কোম্পানি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কি, যা থেকে সেবা পাচ্ছেন? হলে তা কী? তা কি কোম্পানির লোকদের সাথে একসাথে, নাকি আলাদা?
১৩. আপনি ভবিষ্যতে কোম্পানি থেকে কী আশা করেন?
১৪. আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

# বিআইএসআর কনসালটেন্টস্ লিমিটেড

হাসিনা ডি প্যালেস, বাড়ি # ৬/১৪, ব্লক # এ
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮-০২-৮১০০৬৫৮, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১০০৬৩৬
মোবাইল নং: ০১৭১১-০৭১০৫৩
ই-মেইল: bisr@agnionline.com ওয়েবসাইট: www.bisrbd.com